হরিপদ মাস্টার



সুনীল দত্ত



লেখকের অন্যান্য বই—

॥ উপন্যাস ॥

ফাগুনের পরশ

॥ পূর্ণাঙ্গ নাটক ॥

জতুগৃহ

অভিশপ্ত ক্ষুধা

বর্ণ পরিচয়

॥ কিশোর নাটক ॥

অংকুর

হবুরাজার দেশে

॥ একাঙ্কিকা ॥

ত্রিনয়ন (সংকলন)

লুণ্ঠতরাজ

রক্তে বোনা ধান

॥ ব্যঙ্গ নাটিকা ॥

জবাব

ভাঙ্গাতরী

শুভদৃষ্টি

মালাবদল

সংবিধান বিভ্রাট

সাজো রণ সাজে

॥ প্রকাশ অপেক্ষায় ॥

॥ পূর্ণাঙ্গ নাটক ॥

মৃত্যু

সুনীল দত্ত

হরিপদ মাষ্টার

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিঃ ৯

প্রথম সংস্করণ—১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম ঃ দু' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

বিমলা দত্ত ১৷৩বি পরমহংসদেব রোড কলিকাতা—২৭হইতে
প্রকাশিত ও বিহার-বেঙ্গল প্রেস হইতে কানাইলাল
ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

হরিপদ মাষ্টার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। এ নাটকই আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর আগে পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা না থাকায় কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্থ ভাবেই নাটক লেখার কাজ সুরু করি। কিন্তু নাটক প্রকাশিত হবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠী ও সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা এমন সাদরে গৃহীত হল যে, আমিও বেশ কিছুটা ভরসা লাভ করি।

এ নাটক ছেপে বেরোবার পর থেকে কত অজানা শিল্পী গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেছেন। আজ প্রথমেই সেই অজানা শিল্পী বন্ধুদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর অভিনন্দন জানাই আসাম গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের—যাঁরা এই নাটকটি অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন ও অভিনয় করে নাটকটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

এই সঙ্গে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই মুর্শিদাবাদ জেলার গণনাট্য সংঘের শিল্পী বন্ধুদের। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে তাঁরা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রথম সংস্করণ নাটকের বেশকিছু অভিনয় দেখার পরে এবং নাট্যানুরাগী বন্ধুদের সহৃদয় পরামর্শ অনুযায়ী নাটকটির কিছু অদল বদল করেছি। এর ফলে নাটকটির কিঞ্চিৎ কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে।

কাহিনী সম্পর্কে কয়েকটি কথা—

দেশে স্বাধীনতা আসা সত্বেও শিক্ষক জীবনের ওপর থেকে পরাধীনতার গ্লানি এখনও কাটেনি। শিক্ষক-জীবনে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় আর সামাজিক উপেক্ষা আজও পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। এ কথা দুঃখের হলেও সত্য। বলতে লজ্জা করলেও স্বীকার না করে উপায় নেই। আমাদের জীবনে যেমন অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা থাকে—মাষ্টার মশাইদের জীবনের মধ্যেও তেমনি কিছু চাওয়া-পাওয়ার সাধ আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। তা পেয়েছিলাম বলেই শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে দ্বিতীয় সংস্করণে দেশের এই শিক্ষা সমস্যাকে তুলে না ধরে পারলাম না। পাঁচটা দৃশ্যের এই ছোট আয়তনের মধ্যে খুব একটা বেশী বলা সম্ভব নয়; তাই কয়েকটি প্রতিনিধিত্ব মূলক বিশেষ ঘটনাকেই নাটকে রূপান্তরিত করেছি। এর ফলে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই এমন কিছু ঘটনা এ নাটকে ঘটান হয়েছে—

যা আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে অবাস্তব। একটা কথা মনে রাখা দরকার। ঘটনা যা ঘটেছে সেটা বাস্তবানুগ। চরিত্রগুলো যারা এসেছে তারাও জীবন্ত। এই স্বল্প আয়তনের মধ্যে থেকেও তাদের ভাব-গভীর কথাগুলো প্রত্যেকে নিজস্ব ভঙ্গিতেই প্রকাশ করেছে। শুধু মাত্র দৃশ্যের আয়তন কমাবার জন্যে এবং নগ্ন বাস্তবতাকে এড়াবার জন্যেই কিছু কিছু ঘটনাকে প্রতীকে রূপান্তরিত করেছি।

মঞ্চ প্রয়োগ সম্বন্ধে দুটো কথা। এ নাটকে অনুভূতিটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা, খুব একটা অতিরঞ্জিত অভিনয়ের দিকে ঝোঁক না দিয়ে জীবনবোধের প্রতি ঝোঁক দিলে ভাল হয়। অপ্রয়োজনীয় নাটুকে-পনা আবেগ এ নাটকে লাগালে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

এ তো আমার কথা। এর পর যিনি প্রয়োগ কর্তা আমার পরে আসবেন, তাঁর সৃষ্টিশীল ভূমিকাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তাঁর চেতনায় যা ঠিক শেষ পর্যন্ত তার দাম অনেক বেশী। নাটক যৌথ শিল্প। ছাপা বইটা প্রতিমা। তাতে দেবী আবাহন করবেন প্রয়োগ কর্তা, আর প্রাণ সঞ্চার করবেন অভিনেতৃমণ্ডলী।

সব শেষে এ নাটকের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, যাদের সহযোগীতায় নাটক এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নামটা আর একবার উল্লেখ করছি। বন্ধু ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আমেদ খাঁ, সলিল চৌধুরী, কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, অমর গাঙ্গুলি, নির্মল সর্বজ্ঞ ও দ্বিজেন্দ্র নাথ ঘোষের নাম স্মরণীয় হয়ে রইল এই নাটকের পাতায়। শিল্পী বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী নাটকটির নামকরণ করেছেন। এর পর নাটকটি যারা মঞ্চস্থ করবেন, তাঁরা যদি একটু আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি।

ইতি—

১।৩ বি পরমহংসদেব রোড
কলিকাতা—২৭

সুনীল দত্ত
২. ১২. ৫৮.

উৎসর্গ

শিক্ষাব্রতীদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানাতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন যাঁরা—তাঁদের স্মৃতিতে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১১|২|৫৫ নাট্যকার

পাত্র-পাত্রী

হরিপদ চৌধুরী	শিক্ষক
কেষ্ট চ্যাটার্জী	ঐ
গঙ্গারামবাবু	ঐ
সত্যবাবু	ঐ
শঙ্করবাবু	স্কুল কমিটির সম্পাদক
রথীন বোস	ব্যবসাদার
নন্দলাল	হরিপদবাবুর পুরোণ বন্ধু
গদাধর	বাড়িওয়ালা
বিমল	হরিপদবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র
অমল	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
লালু	শঙ্করবাবুর পুত্র
মুকুল	ছাত্র
সনৎ	ঐ
ভোঁদোর	ঐ
দিলু	ঐ
নেবলা	ঐ
হুখে	পাড়ার যুবক
সাবিত্রী	হরিপদবাবুর স্ত্রী

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[রথিন বাবুর বৈঠকখানা—বেশ সাজান-গোছান—একধারে একখানা টেবিল, খান চারেক চেয়ার—আর একধারে একটা বুক-সেলফ। অন্যপাশে একটা টি-পয়ের ওপর একটা বড় ফুল সমেত ফুলদানি। হরিপদবাবু—খুব রুগ্ন চেহারা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে একখানা আধময়লা ধুতি—গায়ে একটা তালি দেওয়া পাঞ্জাবী, তার ওপর গলায় একখানা খদ্দরের চাদর, ষ্টেজের একধারে দাঁড়িয়ে একমনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আবৃত্তি ক'রছেন—হাতে একটা আধপোড়া বিড়ি। টেবিলের একপাশে একটা চেয়ারে পড়ার বই হাতে ক'রে ব'সে তন্ময় হ'য়ে আবৃত্তি শুনছে বছর চোদ্দ বয়সের একজন সুদর্শন কিশোর নাম মুকুল। টেবিলের ওপর পড়ে আছে কয়েকখানা পাঠ্যবই এবং খাতা-পেন্সিল।]

হরি ॥ যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখুনি অন্ধ, বন্ধ কোরনা পাখা ॥

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয় শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরনা পাখা ॥

[হঠাৎ থেমে গেল]

মুকুল ॥ মাষ্টার মশাই, বাকীটা শেষ কোরলেন না ?

হরি ॥ [রুক্ষ মেজাজে] এঁ্যা—তুমি তোমার কাজ কর !

[কিছুক্ষণ চুপচাপ—মুকুল হাতের খোলা বইএর দিকে দৃষ্টি ফেরায়—প্রশ্ন করে]

মুকুল ॥ মাষ্টার মশাই, ছোট গল্প কাকে বলে ?

হরি ॥ [রুক্ষ মেজাজে] এখুনি জানবার কি দরকার আছে !

মুকুল ॥ বলুন না মাষ্টার মশাই—দরকার আছে।

হরি ॥ যাও-যাও—অন্য সময়ে হবে। কটা বাজে দেখ দিকিনি ?

মুকুল ॥ প্রায় সাড়ে আট্টা।

হরি ॥ যাও, তাড়াতাড়ি তোমার বাবাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

মুকুল ॥ যাই। [যাইতে উদ্যত]

হরি ॥ আর হ্যাঁ, এক গ্লাস জল আনবে। [মুকুলের প্রস্থান] পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরব তার সময় কোথায় ! [কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর] কিন্তু যেটা জানতে চাইল, সেটা তো বলা দরকার,—সাড়ে আট্‌টার মধ্যে আবার রূপচাঁদ বাবুর

বাড়ী না গেলে মাইনে কেটে নেবে। না-না তা হ'তে পারে না। আজ সেখানে যেতেই হবে। রূপচাঁদ বাবুর বাড়ীতে আজ আবার গ্রামার পড়াতে হবে। অসম্ভব, এভাবে আর কতদিন চলবে! যা ব্যবহার তাতে ওখানে পড়াতে ইচ্ছে করে না। কি বোলব—টাকা দেয়!

[মুকুল এক গ্লাস জল নিয়ে প্রবেশ করে হরিপদ বাবুকে দেয়—তিনি তা পান করেন

মুকুল ॥ বাবা এক্ষুনি আসছেন!

হরি ॥ [নরম সুরে] দেখ মুকুল, তুমি আমার কাছ থেকে যা জানবার পরে জেনে নিও—কেমন? দেখছো তো বাজারের থলি হাতে—এরপর আর এক জায়গায় গিয়ে আবার পড়াতে হবে, তারপর বাড়ী ফিরে নাকে-মুখে গুজেই স্কুলে ছুটতে হবে।

মুকুল ॥ আপনাকে আর একদিন একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি পরে ব'লে দেব ব'লে—আজও বল্লেন না!

হরি ॥ কি—কি ব'লতো?

মুকুল ॥ মানুষ মরে গেলে কি আবার জন্মায়?

হরি ॥ [চটে গিয়ে] তোমার এই সব উদ্ভট প্রশ্নের কি দরকার বলতো?

মুকুল ॥ বলুন না মাষ্টার মশাই! অনেকে বলে ভগবান আছে; মানুষ ম'লে আবার জন্মায়; সত্যিই কি তাই?

হরি ॥ নিজের পড়াতে অষ্টরম্ভা, আর যত সব উদ্ভট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা!....যাও শীগ্‌গীর তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এস!

[মুকুলের প্রস্থান। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর]

ছেলেটার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে! এই কথাগুলো ওকে বোঝাতে পারলে ভালই হোত—

[ঢং ক'রে ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজল]

এই যাঃ—সাড়ে আটটা বেজে গেল !

[পরিষ্কার সাজ-পোষাকে প্রবেশ করেন রথিনবাবু]

রথিন ॥ কি ব্যাপার মাষ্টার মশাই ?

হরি ॥ এই যে রথিন বাবু, আপনাকে একটু কষ্ট দিলুম !

রথিন ॥ না-না কষ্টের কি আছে ? ওরে মুকুল, মাষ্টার মশাইকে চা এনে দে—। সকাল থেকে একটা কাপ চা-ও মাষ্টারমশাইকে দিসনি ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

হরি ॥ ব্যাপারটা কি জানেন—মাসের প্রথম,—বুঝতেই তো পারছেন !

রথিন ॥ হ্যাঁ, আপনার টাকাটা এক্ষুনি দিচ্ছি ।

[ব্যাগ খুলে টাকা দেয়]

দেখুন মাষ্টার মশাই, মুকুলের পড়াশোনাটা কিছুই হচ্ছে না, একটু ভাল ক'রে দেখাশোনা করুন !

হরি ॥ আমার সাধ্যমত আমি নিশ্চয়ই ক'রব, তবে ছেলেরা যদি পাজী হয় তো আমি কি ক'রব বলুন তো ! জোর ক'রে গেলালে তো আর খাওয়া হয় না, যে বই-এর পাতাগুলো ছিড়ে গিলিয়ে দেব ।

রথিন ॥ সেতো নিশ্চয়ই—! তবে বুঝতেই তো পারছেন ঐ আমার একমাত্র ছেলে। ওকে ভাল ক'রে মানুষ কোরব, আমার একান্ত ইচ্ছে! আর আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি এই জন্যে যে আপনি ওকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন ; আপনার অমল আমার কাছে যেমন, আমার মুকুলও আপনার কাছে তেমনি। এই বিশ্বাস নিয়েই—!

[দুকাপ চা হাতে মুকুলের প্রবেশ]

হরি ॥ দেখুন, রূপচাঁদ বাবুর বাড়ীতে আমি পড়াই, সেখানে ঘন্টা হিসেব ক'রে পড়াতে হয়—তাছাড়া লোকটার ব্যবহারও বড় খারাপ। মুকুলকে আমি সত্যিই ছেলের মত ভালবাসি। দেখ মুকুল, একটু ভাল ক'রে পড়াশোনার দিকে নজর দাও—বুঝলে? আমার অমলটার মত ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়িও না, তাতে ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

রথিন ॥ কেন অমল তো পড়াশোনায় খুব ভাল ছেলে!

হরি ॥ আর ব'লবেন না—কথা নেই বার্তা নেই খালি ধর্ম্মঘট, আন্দোলন, এ ছাড়া আর কি আছে বলুন? এত ক'রে বারণ করি, কিছুতেই আমার কথায় কান দেবে না।

[নেপথ্যে খেঁকি গলায়—"রথিনবাবু ও রথিনবাবু"]

রথিন ॥ কে, ভেতরে আসুন!

[দুনিয়ার সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করার ভাব নিয়ে প্রবেশ করেন নন্দলাল]

নন্দ ॥ আরে মশাই, আপনার ঠিকানাই খুঁজে পাওয়া যায় না, বলুনতো তাড়াতাড়ি, কি খাতা লেখার ব্যাপার আছে। আমার কি মশাই এতো সময় আছে যে এখানে

[হরিপদ নন্দলালের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। নন্দলাল চেয়ারে বসে]

হরি ॥ নন্দলাল! তুমি?

নন্দ ॥ [এক দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নেয়] আরে হরিপদ না? তোমার নামটা ছাড়া আর কিছুই চেনা যায় না যে, এ্যাঁ?

রথিন ॥ মাষ্টারমশায়ও তাহলে এঁকে চেনেন?

হরি ॥ চিনবো না মানে? নন্দ আর আমি একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। ও এন্ট্রান্স পাশ করার পর পড়া ছেড়ে দিল, আর আমি এম্-এ, বি-টি, অবধি গেলাম। ভালো কথা, নন্দলাল, তুমি এখন কি ক'রছ?

নন্দ ॥ আমি—আরে ধ্যাৎ! খাতা লিখে খাই।

হরি ॥ হয় কেমন?

নন্দ ॥ এই শ'দুয়েক টাকার মত হয়?

হরি ॥ তা হোলে তো খাতা লেখা শিখলে মন্দ হোত না!

নন্দ ॥ আরে ধ্যাৎ—শুধু খাতা লেখা শিখলে কিছু হোত নাকি? চুরি! চুরি শিখ্‌তে পারলে মোটা টাকা হয়।

হরি ॥ কি রকম?

নন্দ ॥ সেলট্যাক্স ফাঁকি, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স ফাঁকি, যত ফাঁকির খাতা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

হরি ॥ দেখো শেষে নিজেই আবার ফাঁকিতে পড়না যেন?

[সকলে হাসে]

নন্দ ॥ ভালকথা তুমি এখন কি কোরছ?

হরি ॥ আমি ছেলে ঠ্যাঙাচ্ছি।

নন্দ ॥ তোমার স্কুল মাষ্টারি তাহলে ভালই চলছে এ্যাঁ?

হরি ॥ আর বোলনা ভাই! মাষ্টারি লাইনটায় একেবারে ঘিক্কার জন্মে গেছে। কিছু মনে ক'রবেন না রথিনবাবু! একদফা ছাত্রের মন রেখে চলতে হবে। তারপর ছাত্রের বাবার, কমিটির সম্পাদকের, এর ওপর কর্তৃপক্ষ তো আছেই। কারুর মনে একটু আঘাত দিয়েছ কি ব্যস—চাকরী নিয়ে টানাটানি।

নন্দ ॥ এই আমি! ওসব কথায় কেয়ার করি না—বুঝলে; একবার

আমার এক মনিব—নামটা কি যেন—হ্যাঁ কিসনলাল কাঁকাঁড়িয়, আমায় খুব মেজাজের মাথায় বলেছিল, "নন্দবাবু আপনি বড়া জাদা রুপেয়া নিচ্ছেন, আপনার উচিৎ পাঁচদিন কাম্ করা" ! ব্যাটা বেজায় বড়লোক বুঝলে, আমিও তেম্নি ছাড়ার পাত্র নই। স্পষ্ট বলে দিলুম, দেখ, এই তুমি আমার দৌলতে মাসে কম করেও পাঁচ ছয়'হাজার টাকা আয় ক'রছ, আর আমার বেলায় মাসে মাত্র ২০টি টাকা ! চালাকী পেয়েছ, ভাল চাওতো আরো কিছু বাড়িয়ে দাও, নয়ত ধরিয়ে দেব। আমার নাম নন্দলাল। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। তখন আবার বেটা পায়ে তেল মাখায়, বুঝলে। হেঁড়ে গলায় একবার হেসে বল্লে, "হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ, নন্দবাবু, এটা আপনি কি বোলছেন।" ....আমি ওসব পরোয়া করি না।

রথিন ॥ মুকুল যা ত আর তিন কাপ চা নিয়ে আয়—আসবার সময় সিগারেটের টিন আর দেশলাইটাও আনিস।'[মুকুলের প্রস্থান]

হরি ॥ আবার চা আনতে ব'ল্লেন কেন? আমায় আবার এক্ষুনি বেরোতে হবে।

রথিন ॥ না না, চা-টা খেয়ে যান !...

নন্দ ॥ তারপর সংসারের সব কুশল তো?

হরি ॥ একরকম চলে যাচ্ছে ভাই।

রথিন ॥ ভাল কথা মাষ্টারমশাই, আপনার সেই মেয়েটী কেমন আছে? যার বিয়েতে দেদার খরচ করেছিলেন।

॥ কার কথা বলুনতো? ও, রিণীর কথা বলছেন?

রথিন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বড় ঘরে পড়েছিল বুঝলেন নন্দবাবু, আর সে কি খাওয়া এখনও ভোলা যায়না—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হাসি]

হরি ॥ [অন্যমনস্ক হয়ে] এ্যাঁ? হ্যা, খুব বড় ঘরেই পড়েছে [ছাতা হাতে করে যেতে উদ্যত] আমি যাই।

নন্দ ॥ আরে যাবে কোথায়? তোমার তো স্কুল-পাঠ বন্ধ! বলি [হাসতে হাসতে] লাটের বাড়ীর সামনে ধন্না দেবে নাকি? তা তোমরা বুড়ো বয়সে বেশ দেখালে কিন্তু।

হরি ॥ না ভাই, আমি ওসব ধর্ম্মঘটফট্ করিনা। আমার স্কুল ঠিকই চলেছে, কে মশাই ওসব ঝামেলাতে যায়, বলুন! মাঝখান থেকে যাও কর্তৃপক্ষ কিছু দিচ্ছে সেটাও বন্ধ হয়ে যাক আরকি। আর কি হবে ওসব ক'রে? দেবে কিছু মনে ভেবেছেন? কিচ্ছু দেবে না।

রথিন ॥ তবু এতগুলো মানুষ একসঙ্গে—

[মুকুল চা সিগারেট নিয়ে প্রবেশ ক'রে সবাইকে দেয়]

হরি ॥ আমার ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে—হাজার খানেক মাষ্টার দু'বেলা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রছে ঐ একটি কথা। কিন্তু আমি তাতে ভোলবার নই। [কথা বলার সাথে সাথে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে] মশাই! রাজনীতি শেখাচ্ছে কিনা আমাকে! বলনা হে নন্দলাল, ১৯২১ সালে আমি আর গান্ধীজী একই সঙ্গে জেল খেটেছি আইন অমান্য আন্দোলন করে। আর আজ—

নন্দ ॥ সে কথা আর বলে?

হরি ॥ আমরা যখন দেশের কাজে নেবেছিলাম তখন আমাদের মূলমন্ত্রই ছিল, দুঃখ নির্যাতন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। যখন কবির সেই কবিতা পড়তুম, মনে বড় ব্যথা পেতুম, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার অত্যাচার এ কিছুতেই সহ্য করা যায়না।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ—যাদের ক'রেছ অপমান—অপমানে হোতে হবে তাদের সবার সমান"। আর আজ? কি দেখছি জানেন—যারা চিরকাল অপমান ক'রে এসেছে, আর ক'রে যাবেও—আমাদের কিচ্ছু করবার নেই বুঝলেন!....ব-বলনা হে নন্দলাল, আমরা কত শপথই তো নিয়েছিলুম—"এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা!" মশাই, যা বাজার প ড়েছে তাতে নিজের মুখেই ভাষা বেরুচ্ছে না!

রথিন ॥ আপনি স্কুলের এসিষ্টান্ট হেড্‌মাষ্টার হ'য়ে যদি এসব কথা বলেন তা হলে তো অন্যান্য সবাই আরও—

হরি ॥ ওসব বড় বড় কথা শুনতে ভাল লাগে! দেশের কথা ভাববো! আরে মশাই, নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়, তারপর আবার দেশের কথা ভাববো! কি আর বলবো, বলতে লজ্জা করে, আর বলে লাভও নেই! কেন এত খাটি জানেন? শুধু দুবেলা দুমুঠো পোড়া পেটে দেবার জন্যে। ভাষা কোত্থেকে বেরুবে মশাই;—সকাল ছটা থেকে রাত ১১টা অব্‌দি অনেক দিন শুধু দু'কাপ চা খেয়ে কাটে। আর কি বা লাভ চেঁচিয়ে! কার জন্য চেঁচাই? এই সেদিন আমার এক পুরোনো বন্ধু, তুমি চেন হে নন্দলাল,—সেই দীনুবাবু—ঢাকায় বাড়ী।

নন্দ হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটা বেশ সরল প্রকৃতির ছিল—

হরি ॥ সেই সরল প্রকৃতি লোকের কি অবস্থা হয়েছে শুনবে? ছাটাই হোল! অপরাধ কি? না, তার অসুখের জন্য মাস-দুই কামাই হয়েছিল। লোকটা রোজ আমাকে ব'লত—

'হরিপদ আমি কি আর স্কুলের কেউ নই'? ৪০ বছর কাজ করেছে, সে-কি মায়া! স্কুলের ছেলেগুলোকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতো—বুঝলেন [মুষড়ে পড়ে] চাকরী যাবার পরেও তাই রোজ টিফিনের সময় আসতো। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতো, ছেলেদের বলতো—'ওরে, তোরা ছোলা সিদ্ধ খাসনি'? আলুকাবলীওলাদের বোলত, 'আবার এসেছিস তুই, অসুখ হলে দেখবি, যা ব্যাটা এখান থেকে'। সে যে কি ভালবাসা! তার এই অবস্থা দেখে, কেঁদেছি! কত আবেদন নিবেদন করেছি, তবু কই তাকে রাখতে পারলাম? [কেঁদে ফেলে] এই পৃথিবীর মাটিকে ভালবেসে কি লাভ? এখানে মানুষ নেই—সব নির্মম পাষাণ।

[হাপাতে থাকে—রথিন আর নন্দলাল তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে]

নন্দ ॥ তোমার ব্লাডপ্রেসারটা বেড়েছে, না? বড় কষ্ট হচ্ছে। আর কথা না বলা-ই ভাল।

হরি ॥ হ্যাঁ—নির্বাক হ'য়ে থাকাই ভাল! তাইতো বোবা সেজে থাকি। কাজ করে যাই, মেশিনের মত! কারুর কথাতে থাকি না—কোন ঝামেলাতে যাই না! চুলোয় যাক্! উচ্ছনে যাক্!

[বিড় বিড় ক'রতে ক'রতে উঠে পড়ে]

চুলোয় যাক্! উচ্ছন্নে যাক্! কিচ্ছু হবে না· [প্রস্থান]

[নন্দলাল একদৃষ্টিতে হরিপদর গমনপথে তাকিয়ে থাকে]

॥ লোকটা কি ছিল, আর কি হোল, এঁ্যা? কি বল্‌বো মশাই, খেলাধূলাই হোক, আর থিয়েটারের স্টেজ বাঁধাই হোক, আর

মড়া পোড়ানই বলুন, সবটাতেই কর্তা। রাজনীতির কথাই ধরুন না। ঐ লোক এই সব কথা বলে গেল, আশ্চর্য? তবে শুনুন বলি—জেলেতে ও আর আমি একসঙ্গে ছিলুম, বুঝলেন মশাই. আমার শরীরটা খারাপ ছিল তাই আমি অনশন ধর্ম্মঘট করবোনা ঠিক করেছিলুম, সে কি অবস্থা মশাই। পাঁচজন লোক ডাকলো, প্যাঁদানির ভয় দেখাল। আর না কোরে যাই কোথায়, আর আজ সেই লোকের মুখে কি শুনছি! কোন মিল নেই?

[নেপথ্যে মুকুল মুকুল বলে প্রবেশ করে অমল]

রথিন ॥ আরে এসো, এসো অমল। এই তোমার বাবার সঙ্গে তোমাদের হোয়েই বলছিলুম—

অমল ॥ তাই নাকি?

রথিন ॥ হঁ্যা, কিছুতেই কন্‌ভিন্সড হবেন না। চলুন নন্দবাবু, আপনার সঙ্গে কাজটা সেরে নিই।

নন্দ ॥ হঁ্যা, চলুন। তুমিই অমল? আমায় চিন্তে পারলে না বুঝি? আরে তোমার বাবা—মানে হরিপদর বন্ধু। তা বেশ, তোমার বাবার নাম তুমিই রাখবে। আচ্ছা বাবা, পরে দেখা করবো।

[প্রস্থান]

রথিন ॥ মুকুল, কোথাও যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস কোরে যাবে, আমি ভেতরেই আছি, বুঝলে। [প্রস্থান]

অমল ॥ কিরে, পোষ্টারগুলো লেখা হয়েছে?

মুকুল ॥ হঁ্যা, হোয়েছে, কিন্তু বড্ড কষ্ট হয়।

অমল ॥ একেবারে নতুন তো, লিখতে লিখতে হাত সরগর হোয়ে যাবে। আজ তোদের স্কুলে পিকেটিং করবো, শৈলেন রবি এরা

রাজি আছে। তুইও থাকবি। স্কুলে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

মুকুল ॥ তোমার বাবা যদি যেতে চান?

অমল ॥ এঁ্যা? [চিন্তিত] হঁ্যা! বাধা দিতে হবে—

মুকুল ॥ পারবে?

অমল ॥ পারতেই হবে! বাবা ঢুকতে গেলে প্রথমে অনুরোধ ক'রব—জানি ফল হবে না—তখন ব'লব আমাদের বুকের ওপর দিয়ে—

মুকুল ॥ বলতে পারবে?

অমল ॥ বাবা চিরটা কাল আমার সব কাজে বাধা দেবেন!—আমিও আজ সামনা সামনি এগিয়ে যাব, তাতে যা হবার হবে।

মুকুল ॥ যদি বাড়ী থেকে বার ক'রে দেন?

অমল ॥ তাড়িয়ে দেবেন! ···না না [হাসবার চেষ্টা করল] তাড়িয়ে দেবেন কেন? আর একান্তই যদি দেন তো, দেখা যাবে, আচ্ছা এখন তো যাই।

[অমল ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। মুকুল হতভম্ব হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে]

—পর্দ্দা—

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[হরিপদ বাবুর বাইরের ঘর। পেছনদিককার দেওয়ালের মাঝখানে একটী বড় জানালা রয়েছে।—জানালার ভেতর দিয়ে রাস্তার গ্যাসপোষ্ট এবং অপর পাশের অট্টালিকাগুলি দেখা যায়—রাস্তাতে সব সময়েই প্রচুর আলো। ঘরের একপাশে একটা বুক-সেল্‌ফ, অপর পাশে বহু প্রাচীন একটি ফুলদানী রাখার উচু টিপয়—ঘরের একধারে একটা টেবিল চেয়ার। অন্যধারে একটা তক্তপোষ, বিছানা সমেত। দেওয়ালের একধারে গান্ধীজী ও অন্যধারে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙ্গান রয়েছে। বিমল একপাশে বসে আছে]

বিমল ॥ [কারখানার বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিমল কানে আঙ্গুল দিয়ে দৌড়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল]

কলকাতা সহরে এত কল কারখানা আর আমার একটা চাকরী হয় না !

[দুখে বাইরে থেকে—"এই বিমল জানালা বন্ধ ক'রে বসে আছিস কেন ? চল একটু গেঁজিয়ে আসি।" বিমল জানালাটা খুলে দেয়। দুখে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, একটা ছোট বল নাচাতে নাচাতে আসে]

বিমল ॥ কি হয়েছে ?

দুখে ॥ হবে আবার কি? এভাবে গুম হয়ে বসে আছিস—ভাবলুম তোকে একটু আড্ডা মারিয়ে আনি। সবাই নিমাইদার রকে জমেছে; চল যাই।

বিমল ॥ আমার কোথায়ও যেতে ইচ্ছে করে না।

দুখে ॥ বাইরের ফাঁকা হাওয়াটা একটু উপভোগ কর, বুঝলি! সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে গুমটির মধ্যে বসে থাকিসনি চল—বাইরে চল।

বিমল ॥ তোদের এখনও এইরকম পাগলামী করতে ভাল লাগে? বয়স তো কম হোল না, আর একটা পয়সাও তো উপায় করিস না —কি ক'রে যে এত আড্ডা মেরে দিন কাটাস?

দুখে ॥ আমরা তো আর তোর মত লেখাপড়া শিখিনি যে মেনীমুখো হয়ে থাকবো, সোজা কথা, সাফ্ সাফ্ বুঝি—চাকরী পেলেই ক'রব—

বিমল ॥ আর না পেলে?

দুখে ॥ যতদিন মামার হোটেল আছে চলবে—আর না চলে অন্য পথ ভাবা যাবে।

বিমল ॥ হাত খরচাটা চলে কি ক'রে?

দুখে ॥ কেন, মামার বাজার সরকারিটা তো রয়েছে হাতে। আর এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামটা লেখান আছে—

বিমল ॥ এ দুনিয়াতে তোরাই সুখি।

দুখে ॥ আর তুই একেবারে দুঃখে মরে যাচ্ছিস। ···ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তোর ইয়ে কেমন চলছে?

বিমল ॥ শুনে তোর কি লাভ হবে?

দুখে ॥ যদি তোর কোন উপকারে লাগি, এই আর কি।

বিমল ॥ বিদ্রূপ ছাড়া আর তো কিছু করবি না ?

দুখে ॥ আচ্ছা বল্‌, তোর কি কোন কাজেই আমি লাগিনি ?

বিমল ॥ না তা বলছিনা।

দুখে ॥ তা হলে আজ চেপে যাচ্ছিস কেন ? বলনা কতদূর এগোলি ? নিজের জীবনে তো আর কিছু ঘটাতে পারলুম না। তোদের শুনলেও মনে যদি কিছুটা আনন্দ পাই। এই আর কি।

বিমল ॥ যদি তাতে আনন্দ না পাস ?

দুখে ॥ দুঃখ তো পাব। তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমাদের জীবনে সুখ দুঃখ দুটোই সমান—তোর সেই গানটা মনে নেই—?

দুঃখে যাদের জীবন গড়া
তাদের আবার দুঃখ কিরে
হাসবি তোরা, গাইবি তোরা
মরণ যদি আসে ঘিরে।

তুই নির্ভয়ে বলতে পারিস।

বিমল ॥ সে একরকম ভেস্তেই যেতে বসেছে।

দুখে ॥ তুই কি এতে দুঃখ পেয়েছিস ?

বিমল ॥ তার মানে ?

দুখে ॥ আরো একবার তো লাভে পড়েছিলিস্‌।

বিমল ॥ সেটাকে প্রেম বলেনা।

দুখে ॥ ওঃ !

বিমল ॥ তুই জানিস, চিত্রা আমাকে কত ভাল বাসতো, বুকে যেন একেবারে শেল বিধিয়ে দিয়েছে।

দুখে ॥ যাক বাবা, আমাদের ওসব শেল-টেলের বালাই নেই।

বিমল ॥ এঁ্যা ?

দুখে দিনে গড়ে পঞ্চাশ-ষাটটা ক'রে লাভে পড়তে হয়।

বিমল ॥ তার মানে ?

দুখে ॥ ষ্ট্রীট লাভার।

[বিমল বোকার মত তাকিয়ে থাকে]

ওঃ, বুঝতে পারলিনা ? অর্থাৎ দেখলেই প্রেমে প'ড়ে যাই।

বিমল ॥ তোরাই সুখে আছিস।

দুখে ॥ হ্যাঁ, দেশলাইটা বার কর, বুদ্ধির গোড়ায় ধোয়া দিই। [বিমল দেশলাইটা দেয়, দুখে একটা সিগারেট ধরায়] তা তোর চাইতে অনেক বেশী, তুই যাকে দেখিস—তার জন্যে দিন রাত্রি হা-হুতাস করিস ? আর আমরা, দেখার পর মুহূর্তেই মুছে ফেলে আর একজনের জন্য হৃদয়ে জায়গা করে রাখি।

বিমল ॥ কর্পোরেশনের হাইড্রেনও তোর হৃদয়ের কাছে হার মেনে যায়।

দুখে ॥ —নদীর স্রোত। যাক্—তুই এখন যাবি ? না, কড়িকাঠ গুণবি ?

বিমল ॥ না।

দুখে ॥ তবে তুমি বসে বসে বুক চাপড়াও, আর হা-হুতাশ কর—আমি কেটে পড়ি, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না, স্বপ্নই খালি দেখবি। জীবনটা খালি কল্পনাতেই কাটাবি—,

[নেপথ্যে সাবিত্রী—বিমল, বিমল আছিস]

ঐ-রে মাসিমা আসছেন। [হঠাৎ সিগারেট্‌টা ছুড়ে ফেলে দেয়, পর মুহূর্তেই আবার গোটা সিগারেট্‌টা দেখে লোভ হয়, তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে সিগারেট্‌টা তুলে নেয়] যাচ্ছিরে বিমল— [প্রস্থান]

[সাবিত্রীর থলি হাতে প্রবেশ]

সাবিত্রী ॥ তুই কি সারাদিনই এমনি ক'রে বাড়ীতে বসে থাকবি? এই ভাবে থাকলে শেষে মাথাটা খারাপ হ'য়ে যাবে যে! নে, চাল-ডালগুলো আনার ব্যবস্থা কর, একটু ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরে আয় না।

বিমল ॥ ফাঁকা হাওয়াও আমার কাছে বিষাক্ত লাগে মা!

সাবিত্রী ॥ এই ভাবে ব'সে চিন্তা করলে কিছু ফল হবে?

বিমল ॥ যাক্! টাকা দাও।

সাবিত্রী ॥ আমার কাছে তো টাকা নেই—তোর বাবা এলে চেয়ে নিস্!

বিমল ॥ আর কতদিন বাবার কাছ থেকে এমনি ভাবে টাকা চেয়ে চলবে মা! বাবার কাছে টাকা চাইতে আমার মাথা যে হেঁট হ'য়ে যায়!

সাবিত্রী ॥ আর কি উপায় আছে বাবা! ভগবান যখন দিন দেবেন তখন ঠিক হ'য়ে যাবে!

বিমল ॥ তোমার ঐ ভগবান নেই মা—ভগবান নেই! তিনি থাকলে আমার এ অবস্থা হোত না। পাশ করে ভাবলাম একটা চাকরী পেয়ে সুন্দর ভাবে জীবন কাটাব। কিন্তু কোথায় চাকরী? সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলাম একটা যোগাড় করতে?

সাবিত্রী ॥ ওসব ভেবে আর কি লাভ হবে! যখন হবার তখন একটা না একটা কিছু হবেই!

[জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দেয়—বাড়ীওয়ালা গদাধর]

[গদাধরের প্রবেশ]

গদা ॥ হরিপদ বাবু ও হরিপদ বাবু।

বিমল ॥ বাবা বাড়ী নেই।

গঙ্গা ॥ [মুখ ভেংচে] বাড়ী নেই ? যখনই আমু—"বাড়ী নেই—বাড়ী নেই।" তা আমায় চলে ক্যাম্‌নে ? এ ত আচ্ছা ঝামেলারে বাপু! খালি খালি আইমু আর যামু, আর হাপ্‌নারা কইবেন 'বাড়ী নেই'। আচ্ছা ঝামেলারে বাপু! [প্রস্থান]

[বিমল গুম হয়ে ঐ দিকে তাকিয়ে থাকে]

সাবিত্রী ॥ কি ভাবছিস ?

বিমল ॥ ভাবছি সংসারটা যে ভেসে যাবে মা ! একে আমরা কি ক'রে দাঁড় করাব ? ছোট্ট আমাদের এই সংসারটাকে কি কোন রকমেই বাঁচান যাবে না ?

সাবিত্রী ॥ আমি অতো-সতো জানিনা, আমি যাই, অনেক কাজ করতে আছে—

[সাবিত্রী চলে যাচ্ছিল—জানালার ধার দিয়ে হন্ হন্ করে প্রবেশ করেন হরিপদবাবু। ঢুকেই হাতের ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেন—কোটটা খুলতে যান—বিমল সামনে এগিয়ে আসে]

হরি ॥ [কোটটা খুলতে খুলতে] এই যে চাকরীর জন্যে কোথাও গিয়েছিলি, না খালি আড্ডা মেরে বেড়ান হোচ্ছে ? কথা কইছোনা কেন ?—সংসারের প্রতি কোন মায়া মমতা যদি এতটুকু থাক্‌তো--কিছু চেষ্টা নেই। একটা ছেলেও যদি মানুষ হোয়ে থাকে। খায়-দায় আর আড্ডা-মেরে বেড়ায়।

[সাবিত্রী ঘুরে আসে সেই ফাঁকে, বিমল গুম হয়ে বাইরে চলে যায়]

সাবিত্রী ॥ কি হোল তোমার ?

হরি ॥ হয়নিটা কি ? তোমার আস্কারা পেয়েই তো এরা আজকাল আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কোরছে। দাঁড়াও আজ একটা

হেস্ত-নেস্ত ক'রবো তবে ছাড়বো। [হাঁপাতে সুরু করেন—ভয়ে ভয়ে অমলের প্রবেশ। অমলকে ধমক দিয়ে] তুই কেন ওখানে পিকেটিং করতে গিয়েছিলি ? বল্—কেন গিয়েছিলি ? আমারই খাবে, আমারই পরবে, আবার আমারই মুখের উপর কথা। রাস্তার মাঝখানে আমায় অপমান করা।

অমল ॥ আপনাকে অপমান আমি করিনি বাবা।

হরি ॥ অতগুলো লোকের সামনে আমি তোকে বাড়ী যেতে বললাম—আমার কথা না শুনে ওখানে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছিলিস। —এতে আমায় অপমান করা হোল না রাস্কেল ?

অমল ॥ না। অপমান আপনাকে আমি করিনি—শুধু বলেছিলাম, এতজন শিক্ষক পথে বসে আছেন—আপনি ভেবে দেখুন, আপনি কি ক'রছেন।

হরি ॥ সে চিন্তা তোর নয়—আমার। আমি কি করছি না করছি তাতে তোর কি দরকার ?

অমল ॥ আপনাকে যে লোকে যা-তা বলে—আপনাকে সবাই বিশ্বাস-ঘাতক—দালাল—

হরি ॥ [রাগে ফেটে পড়ে] কি ? আমি বিশ্বাসঘাতক ? শুয়ার, গাধা, জানোয়ার—আমারই খেয়ে, আমারই পরে, আমারই অবাধ্য হবে ? আমি বিশ্বাসঘাতক—দালাল !

[ছুটে গিয়ে অমলকে একটা চড় মারে, অমল ঘুরে পড়ে যায়, হরিপদবাবু গজগজ ক'রতে ক'রতে চেয়ারে গিয়ে বসেন ও অনবরত হাঁপাতে থাকেন]

যার জন্যে করি চুরি—সেই বলে চোর ;—বেরিয়ে যা এখান থেকে—দূর'হ আমার সামনে থেকে—

[অমল গালে হাত দিয়ে হরিপদর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে]

সাবিত্রী ॥ [বাধা দেবার চেষ্টা করে] তুই চলে যাসনি খোকা !

[অমলের প্রস্থান]

চলে গেল !

[একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রস্থান]

[জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে ছুটে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে গদাধর]

গদা ॥ [হাসি মুখে] হেঁ-হেঁ-হেঁ, তারপর কেমন আছেন মাষ্টারমশাই, ভালতো ? হেঁ-হেঁ-হেঁ ।

হরি ॥ এঁ্যা—হ্যাঁ ভাল ।

গদা ॥ সংসারের সব কুশল তো ? হেঁ-হেঁ-হেঁ····

হরি ॥ হ্যাঁ—একরকম চলে যাচ্ছে ।

গদা ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ হ্যাহেন আইজ কাইলকার দিনে ভাল থাকাটাই অইছে প্রধান সমস্যা—হেঁ-হেঁ-হেঁ, আপনার এই ঘরটা কিন্তু খুব চমৎকার—আলো বাতাস সবই আছে। ভাল থাকারই কথা, কি বলেন, এঁ্যা-হেঁ-হেঁ-হেঁ—

হরি ॥ হুঁ। [বিরক্তি সহকারে]

গদা ॥ হ্যাহেন হরিপদবাবু, একটা কথা কওনের লাইগ্যা আইলাম ।

হরি ॥ [অন্যমনস্ক ছিল] এঁ্যা, আমায় বলছেন ?

গদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারেই কইছিলাম। আর আপনারে ছাড়া কারে কৈমু কন্‌তো ? আর সবাই কিছু বোঝে নাকি ?

হরি ॥ না, বলছিলুম কি খুব জরুরী দরকার ?

গদা ॥ [একগাল হেসে] আরে মশাই, যত ঝামেলা কি আইস্যা জোটে

আমারি কপালে? আমার এক ভাগ্নী, ছিল ফরিদপুর, এখন আইসা জুটছে যাদবপুর, এই তার বিয়ার লাইগা আমারে কিছু নগদ টাকা খসাইতে হইব—তাই মানে আপনার কাছে আইলাম। যত ঝামেলা কি আমার কাছে রে বাপু।

হরি ॥ আপনার ভাড়ার টাকাটা চাইছেন কি?

গদা ॥ [একমুখ হাসি নিয়ে] হেঁ হেঁ হেঁ—যত ঝামেলা কি মশাই আমার কাছে। আমি ভাবি মশাই, এইগুলা দূর কইরা দিমু, আর ততই আমার স্কন্ধে আইসা জোটে। মশাই—

হরি ॥ দেখুন আপনার টাকাটা তো এমাসে দিতে পারছি না, আমাদের স্কুলে এখন ধর্মঘটের ঝামেলা—

গদা ॥ [আকাশ থেকে পড়ে] ওঃ ধর্মঘট চলত্যাছে! [বিরক্ত হয়ে] আইজ কাইল এই ছাওয়াল পাওয়ালগুলান খালি ধর্মঘট ধর্মঘট কইরা দ্যাশটারে একেবারে উচ্ছন্নে পাঠাইল।

হরি না এবার আর ছেলেরা করেনি—ক'রেছে শিক্ষকরা।

গদা ॥ [আকাশ থেকে পড়ে] ওঃ তা হইলে আপনারাই করছেন?

হরি ॥ হ্যাঁ—একরকম আ-আ-আমরাই।

গদা ॥ [কাছে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি] তা এই বাড়ীতে কোন পুলিসের ঝামেলা অইব না তো!

হরি ॥ আশাকরি তাতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না!

গদা ॥ না—আমি আবার ওপরের ঘরেই থাকি তো! আর আমার গিন্নি, ভীষণ ভীতু মানুষ, মানে যদি কোন ঝামেলা-টামেলায় পরি—এই আর কি? বোজেনতো বিরমি খায়! হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

হরি ॥ না, আপনার গিন্নিকে ব'লবেন কোন অসুবিধাই হবে না!

গদা ॥ শোনেন একটা কথা আমি আপনারে চুপি চুপি জানাইয়া রাখি! আপনার ছাওয়াল ঐ অমলরে সি-আই-ডি-র লোকেরা খোঁজ করে।

হরি ॥ কেন?

গদা ॥ আমারে খালি জিগায়—ছাওয়ালডা কি করে, কখন যায়, কখন আসে—যত ঝামেলা কি আমারই কাছে রে বাপু! আমি সেইদিন কইয়াদিছি, আমার কাছে আইসেন কেন? যান না ওদের ঘরে! যত ঝামেলা কি আমারই কপালে মশাই।

হরি ॥ হুঁ।

গদা ॥ তা হইলে আমি অহন আহি—কেমন? দেহি ভাগ্নীটার লাইগ্যা টাকা আবার কৈ পাই! কোথাও কিচ্ছু নাই, স্কন্ধে একটা নতুন ঝামেলা আইস্যা হাজির। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন একটু চেষ্টা কইর‍্যা ছাখ্‌বেন—ক্যামন! যত ভাবি কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে থাকুম্ না, ততই আমার ঘাড়ে আইস্যা পর্‌বে। যত ঝামেলা কি আমারই ঘাড়ে রে বাপু! [প্রস্থান]

[গদাধর চলে গেল, হরিপদ উঠে গিয়ে একটু চিন্তা করে তারপর একটা বই নিয়ে আপন মনে পাতা ওল্টাতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আপন মনে বিড় বিড় করে আওড়াতে থাকে]

দুখেরে দেখেছি নিত্য
পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি
জীবনের স্রোতে পলে পলে

মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি
ভেসে যায় তারা
সরে যায়
জীবনেরে করে যায় ক্ষণিক বিদ্রূপ ॥

[আপন মনেই আবার চুপ করে যায়। আস্তে আস্তে সাবিত্রী একটা সন্দেশ ও একগ্লাস জল হাতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ দুজনেই নিরব থাকার পর]

সাবিত্রী ॥ মাথাটা এতো গরম করলে কি চলে? ছেলেরা এখন বড় হোয়েছে। এখন কি আর ওদের হট করে যা-তা বলা উচিৎ?

হরি ॥ উচিৎ অনুচিৎ এর বিচার করতে বসলে কে অপরাধী হবে জানি না। কিন্তু তুমি বলতো, এই বিরাট সংসারটা চালাচ্ছে কে? এই কথাটা যদি কেউ না বোঝে আমি কি ক'রবো, বলতে পার?

সাবিত্রী ॥ সবই তো বুঝি, কিন্তু অতোবড় ছেলেকে এইভাবে মারাটা কি ঠিক হোয়েছে?

হরি ॥ আচ্ছা—আচ্ছা, ওরা আমার কথায় কেন থাকতে যায় বলতে পার? আমি ধর্মঘট করব, কি করব না সেটা আমি ঠিক করব, ওদের ইন্টারফেয়ার করার কি দরকার আছে?

সাবিত্রী ॥ নিজের ছেলেরা বাধা দিলে তাকে নয় মেরে বন্ধ করলে, কিন্তু অন্য ছেলেরা যখন বাধা দেবে তাদের মুখ কি ক'রে বন্ধ করবে?

হরি ॥ অন্য ছেলেদের কথা আমি যানিনা।

সাবিত্রী ॥ লোকে তো যা-তা বলছে।

হরি ॥ লোকের চালে আমি চাল দিয়ে বাস করিনা। আর তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি তোমরাও আমার কথায় থেকো না।

সাবিত্রী ॥ তুমি একটু ভেবে দেখ।

হরি ॥ অনেক ভেবেই আজ এই সিদ্ধান্তে এসেছি। একদিনের ভাবনা নয় সাবিত্রী, সুদির্ঘ ৩৫ বছরের ভাবনা। ৩৫ বছরের সাধনা, এতো সহজে একে হেলায় হারান যায়না।

সাবিত্রী ॥ কি বলছো, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা !

হরি ॥ তবে শোন···হ্যাঁ একটি সর্তে, কাউকে বলতে পাবে না। [একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয়] তুমি বোধ হয় জান আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার রিটায়ার করেছে। ঐ পোষ্ট-টা এখন খালি আছে, স্কুল কমিটি ইচ্ছে করলে আমাকেই দিতে পারে, আমার চান্সও আছে।

সাবিত্রী ॥ ধর্মঘট করলে আর দেবেনা ?

হরি ॥ না, আমাদের কমিটির সভ্যরা তেমন সুবিধের নয়। স্কুলটাকে ওরা আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যেই ধরে রেখেছে। ওপর-তলায় সব সময়ে তোষামোদ করে চলে। আর আমাদের উপর রাখে কড়া শাসন। না-না-না ওরা কোন দিন যদি জানতে পারে আমি ষ্ট্রাইকে যোগ দিয়েছি, বুঝতেই পারছো সেইদিন আমার সব আশায় ছাই পড়বে। না-না-না আমি তা পারবোনা, আমি ওদের বিরুদ্ধে যেতে পারবোনা।···তুমি জাননা, আমি রোজ স্বপ্ন দেখি—হেড-মাষ্টার হয়েছি, সমস্ত স্কুলের কর্তৃত্ব আমার ওপর, আমি স্কুলের হেড। সবাই আমার কথায় চলছে, এ স্বপ্ন আমার আজকের নয় সাবিত্রী, ৩৫ বছর আগে যেদিন শিক্ষকের

পথ গ্রহণ করেছিলুম, সেইদিন থেকে এই স্বপ্ন দেখছি। আজ যখন সে স্বপ্ন সার্থক হোতে চলেছে, তোমরা আমায় বাধা দিওনা। তুমি-তুমি অমলকে একটু বুঝিয়ে বোলো, সে যেন আমাদের স্কুলে না যায়। অন্য যায়গায় যা করছে করুক। তাছাড়া সংসারের কথাটাও তো ভাবা উচিৎ, আমার মাইনে বেড়ে যাবে—[প্রবেশ করে বিমল একটা চিঠি হাতে খুব তিক্ত মেজাজে]

বিমল ॥ এই নিন আপনার আদরের দুলালির চিঠি।

হরি ॥ [রুক্ষ মেজাজে] তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও।

বিমল ॥ হ্যাঁ আমিতো যাবোই। উপায় করতে পারিনা আপনার সামনে দাঁড়াব কি করে! বেকার-জীবন কাটাই। তাই সবার শেষে চান করি, হাঁড়ির শেষ কুড়ুনতি ভাতগুলো খাই। তবুও আপনাদের কাছ থেকে কথা শুনতে হয়।

সাবিত্রী ॥ আঃ! চুপ করনা বিমল।

বিমল ॥ আমাকে তো চুপ করিয়ে দাও মা! কিন্তু চিঠিটা তো পড়া দরকার।

সাবিত্রী ॥ চিঠিটাই পড়না।

বিমল ॥ হ্যাঁ, তাই পড়ি! [চিঠিটা পড়তে থাকে] পরম পূজনীয় বাবা, তুমি আমার জন্যে ভেবনা, [স্বগতঃ] হুঁ ভেবে আর কি হবে [আবার চিঠি পড়ে] আমি খুব ভাল আছি। [পুনরাবৃত্তি করে] হুঁ এতো ভাল হয়তো আর কেউ থাকেনা। [রেগে] ভাল আছি! [চিঠি পড়ে] তুমি আমাকে এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছো, এরা খুব ভাল লোক। [তিক্ততার সহিত] ভাল লোক! [চিঠি পড়ে] এরা আমায় সুখে রেখেছে।

[পুনরাবৃত্তি করে] এমন সুখ পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ পায়নি, তুই একাই পেয়েছিলি।

[চুপ করে যায়]

সাবিত্রী ॥ তারপর ?

বিমল ॥ আর আমি পড়তে পারবোনা, এই নিন আপনার চিঠি। [হরিপদকে চিঠিটা দেয়]

সাবিত্রী ॥ কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিনা !

বিমল ॥ শুনবে তাহলে মা, শোন। গত রবিবার আমি যখন রিণীর বাড়ী যাই, ওর শাশুড়ী আমায় বলেছে—পূজোর তত্বটা যে ফেরৎ দিলাম, তার বদলে ঘড়ি কই। আমি বলেছিলুম তত্বটা তো আমাদের লোকসানই হোয়েছে, ঘড়িটা কিনতে তো একটু টাইম লাগবে—এই না শুনে সে বুড়ি একেবারে তেলে বেগুনে চটে উঠলো। আমাকে যা তা অপমান করলো।

সাবিত্রী ॥ রিণী তখন কি করছিল ?

বিমল ॥ সে তখন ঐখানেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার তো কিছু করার নেই মা, সে যে ওখানে ঝি-চাকরাণীরও অধম !

সাবিত্রী ॥ দুটো মেয়েই আমার একেবারে জলে পরে গেলো ভগবান !

বিমল ॥ তার জন্যে কে দায়ী ?

হরি ॥ আমি—না ?

বিমল ॥ আমি তো বলবো আপনিই ! নিজে যেটা ভাল বোঝেন তারপর আর কারোর মত নেবার দরকার মনে করেন না। বড় লোকের ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এটা দেখেননি যে সেটা একটা বর্বরদের সংসার। ....আমি আজকে অনেক দুঃখে এই সব কথা বলছি। কিন্তু আমার কথাই শেষ মনে করবেন

না, এর পরে কোন্‌দিন শুনবেন আপনার আদরের ছোট মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। [কান্না চেপে রেখে প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ ওঃ, মাগো [মুখ চাপা দেয়]

[হরিপদবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকেন তারপর চিঠিটা দেখেন, সাবিত্রী চোখে কাপড় দিয়ে বসে থাকে]

হরি ॥ আপনি আমার জন্মে ভাববেন না—হুঁ—! ভাবনা হয়তো তুই আমাদের একদিন সত্যিই শেষ করে দিবি। কিন্তু সাবিত্রী, আমি যে বাজারে এতো টাকা দেনা করলুম, এতো ঘটা করে বিয়ে দিলুম, এই কি তার পরিণাম? এ সংসারে কি দয়া-মায়া কিছুই নেই! অর্থ আর স্বার্থই হোচ্ছে সব। [ভীষণ উত্তেজিত হয়ে] এখানকার? এখানকার মানুষগুলো কি সব—

সাবিত্রী ॥ হ্যাঁ গো, তাহলে কি মেয়েটাকে বাঁচান যাবেনা?

হরি ॥ এ্যাঁ····? বাঁচান····? হ্যাঁ, চেষ্টা আমি একবার কোরবো, শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা ধার করে ঘড়ি একটা দোব। কিন্তু—কিন্তু তাতেই কি বাঁচান যাবে সাবিত্রী? যেখানে মনের কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে টাকা দিয়ে কতদিন বাঁচাব বলতে পার? [কাগজটা যত মুড়তে থাকে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল বেরোতে থাকে, আস্তে-আস্তে আলোটা নিভে আসে।]

—পর্দ্দা—

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[স্কুলের অফিস ঘর, পেছনের দেওয়ালটার একধারে একটা মানচিত্র টাঙ্গান, অন্যধারে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙ্গান আছে। ঘরের দুধারে দুটো ছোট ছোট টেবিল আছে, তার আশে পাশে চারখানা চেয়ার সাজান আছে। বাঁ-ধারের টেবিলটায় একটা গ্লোব কিছু ফাইল-পত্র আছে। পর্দা উঠতে দেখা গেলো বাঁ-ধারের টেবিলটায় পা তুলে দিয়ে একজন ছিপছিপে চেহারা, খুব চতুর ছেলে সনা বসে আছে। অন্য একটা চেয়ারে বসে আছে দিলু, দোহারা চেহারা। আর একটা চেয়ারে বসে আছে ভোঁদা, দেখতে মোটা গোব্‌দা মতন, মাথাটাও একটু মোটা।]

সনা ॥ [বুড়ো মানুষদের মতন সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গিতে একটা কাগজ পাকিয়ে টান মারে]
দেখ, আধুনিক জগতে বাঁচতে হোলে, সবার সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে হোলে, শিক্ষাই হোচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা, আমি চাই তোমরাও শিক্ষিত হও—

ভোঁদা ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] তুই থাম থালা।

সনা ॥ তার মানে ?

ভোঁদা ॥ আমি তুলথি পাতাকে ঠিক নকল করতে পারি।

[একগাল হাসি]

সনা ॥ [মুখ ভেংচে] হ্যঁা, তুই নকল করবি! তোকে স্কুলের সবাই ব্যঙ্গ করছে, তুই আবার তুলসি পাতাকে ব্যঙ্গ করবি! থু— [তাচ্ছিল্য করে]

দিলু ॥ আচ্ছা সনা দাঁড়কাকের শিক্ষাপদ্ধতি একবার দেখা তো।

ভোঁদা ॥ [এগিয়ে গিয়ে] আমি দেখাচ্ছি—

সনা ॥ [গম্ভীর ভাবে] সিট ডাউন, কোথায় যাচ্ছ, শুয়ার, গাধা জানোয়ার; কাণে হাত দাও, দেবেনা। দিলু ভোঁদার কান মলে দাও।

[দিলু কানে হাত দিতে যায়]

ভোঁদা ॥ তা—তা—তার মানে?

[সবাই হো হো কোরে হাসে]

সনা ॥ দেখলি তো, তুই সবে প্লান করছিলি, আর দাঁড়কাকের ভূমিকায় অভিনয় কোরে তোকে কি রকম বোকা বানিয়ে দিলুম। গলা দিয়ে দুধের গন্ধ বেরোচ্ছে, বলে কিনা ব্যঙ্গ করবো—থু—

দিলু ॥ বাবা ভোঁদর বোস, না হয় চিড়িয়াখানায় যাও।

[প্রবেশ করে মুকুল ও নেবা,—ছেঁড়া জামা পেন্ট পরা]

সনা ॥ এই এই, মণিটার এসেছে চুপ চুপ।

দিলু ॥ শুধু ক্লাসের মণিটার নয়, ও এখন সারা স্কুলের নেতা।

সনা ॥ তারপর সারা বাংলার নেতা হবে, সারা ভারতবর্ষের নেতা হবে, কি বলিস এ্যাঁ?

দিলু ॥ নিশ্চয়, তারপর সারা পৃথিবীর। তা বাবা নেবা, তুমি বাবা ওর পেছনে ঘুরছো কেন? মণিটার হবে, না নেতা হবে?

নেবা ॥ তা-তে তোর কি?

দিলু ॥ না, এমনি জিজ্ঞেস করছি !

নেবা ॥ [ভেংচে] এমনি জিজ্ঞেস করছি, ছোট লোক !

দিলু ॥ ওরে আমার ভদ্রলোক এলো—

মুকুল ॥ থামনা দিলু, ওর পেছনে লাগিস কেন ?···ভাল কথা—তোরা এখানে বসে আছিস কেন, আজো কি স্কুল করার ইচ্ছে আছে ?

সনা ॥ স্কুল করার ইচ্ছে তো মোটেই ছিল না ভাই, তবে কি জান মনিটার, ঠেলায় পড়ে বাপ বলতে হ'চ্ছে।

মুকুল ॥ কেন ?

সনা ॥ বাবার কাছে স্কুলের সেক্রেটারী—স্বনামধন্য পুলিশ কোর্টের উকিল শঙ্করবাবু আর দাঁড়কাক এক সঙ্গে গেছল—

দিলু ॥ হ্যাঁ—আর বলে এসেছে কি জান তো ?

ভোঁদা ॥ য-দি—

সনা ॥ থাম—

দিলু ॥ আমরা—

সনা, দিলু, ভোঁদা ॥ স্কুলে না আসি তাহলে আমাদের চিরকালের মত স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

সনা ॥ তাই বাবা বলেছে, হয় স্কুলে যাও, না হোলে বাড়ীতে তালা দিয়ে আট্‌কে রেখে দোব।

দিলু ॥ কে বাবা চিড়িয়াখানায় আট্‌কে থাকে, তার চেয়ে সুপুত্রের মত একবার লোক দেখান স্কুলে আসাই ভাল।

সনা ॥ তা নেবা, তুই আ-স-লি কেন বাবা ?

নেবা ॥ আমার বাবা বলেছে, যাও বিনা পয়সায় দয়া করে মাষ্টার মশাইরা পড়তে দিয়েছেন, যদি তাড়িয়ে দেন তাই—

ভোঁদা ॥ মনিটার তুমি—?

মুকুল ॥ আমি! আমরও বাড়ীতে বাবা স্কুলে আসতে বলেছে।

সনা ॥ তুমিও বাবার কথায় সুড় সুড় ক'রে চলে এলে মনিটার ?

দিলু ॥ অমলদাও তোমাকে আটকাতে পারল না ?

মুকুল ॥ আমি আসতুম না, মাষ্টার মশাই কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তাই জানতে এসেছি।

সনা ॥ ঐ-রে তুলসীপাতা আসছে।

[কেটে পড়ার চেষ্টা করে এমন সময়ে হরিপদ বাবু প্রবেশ করেন ছাতা হাতে একগাদা খাতা বগলে]

ভোঁদা ॥ নমস্কার, স্যার !

নেবা ॥ নমস্কার মাষ্টার মশাই !

মুকুল ॥ নমস্কার মাষ্টার মশাই !

দিলু ॥ প্রাতঃপ্রণাম, মাষ্টার মশাই !

সনা ॥ গুড মর্ণিং, স্যার !

[হরিপদবাবু সবাইকে প্রতি উত্তর দেন, সনাকে দেখে একবার রেগে তাকান। তারপর টেবিলে খাতা রাখেন]

হরি ॥ হুঁ— মুকুল তুমি একটু বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবে, দরকার আছে। এখন যাও।

মুকুল ॥ আচ্ছা, মাষ্টার মশাই। [প্রস্থান]

হরি ॥ এই যে সনা, এদিকে এসো [সনা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে]। তুমি আজকাল খুব লায়েক হোয়েছো, নয় !

সনা ॥ আজ্ঞে—না।

হরি ॥ তুমি, গঙ্গারাম বাবুকে দাঁড়কাক বল কেন ? এই লেখাপড়া শিখছো ?

সনা ॥ আজ্ঞে আমি বলিনি তো।

হরি ॥ বলনি? তবে কে বলেছে?

সনা ॥ আজ্ঞে আমি নয়, [দিলুর দিকে তাকাচ্ছিল, দিলু হাত বাগিয়ে ঘুসি দেখায়] ঐ ভোঁদা স্যার।

হরি ॥ হুঁ, ভোঁদা, এদিকে এসো শুয়ার! পড়াশোনায় অষ্টরম্ভা, মাষ্টারদের ব্যঙ্গ করা হয়?

ভোঁদা ॥ আজ্ঞে, আমি নয়—আ—[কেঁদে]

হরি ॥ তবে কে বলেছে বলো? কাকে দাঁড়কাক, কাকে তুলসীপাতা, কাকে পান্তুয়া। সব ভেবেছ কি [ঘাড়টা ধরে]।

ভোঁদা ॥ আমি—[চোখের সামনে নেবাকে দেখায়] না, ঐ নেবা বলেছে স্যার [আস্তে আস্তে নেবা ছাড়া সকলেই কেটে পড়ে]

হরি ॥ [একটা চাঁটা মারে] ওঃ, নেবা, এদিকে আয়, স্কুলে স্ত্রী পড়বার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, আর তুমি কিনা ফাজলামি করে বেড়াবে। [একটা চড় মারে]

নেবা ॥ আমি কোনদিন কাউকে কিছু বলিনি মাষ্টারমশাই, সতি বলছি। [কেঁদে ফেলে]

হরি ॥ তবে এই ছেলেগুলোর সঙ্গে এখানে এসেছো কেন? কেন এসেছো? যাও, আর কোনদিন যেন ওদের সঙ্গে না দেখি।

[নেবার প্রস্থান। প্রবেশ করে গঙ্গারামবাবু ও কেষ্টবাবু]

গঙ্গা ॥ আরে মশাই, রাখুন [হরিপদ বাবুকে লক্ষ্য করে]। এই যে আমাদের স্কুলের এসিষ্টেণ্ট হেড মাষ্টার, উনি তো ষ্ট্রাইকের নাম শুনেই খেপে যান।

[হরিপদবাবু একবার আড় চোখে দেখেন। গঙ্গারাম চেয়ারে ব'সে টেবিলে খাতা দেখতে থাকে]

আর আমরা চুনোপুটি হোয়ে ষ্ট্রাইক করতে যাব? চাকরীটা গেলে বৌ-ছেলেকে কি আপনি পুষবেন?

কেষ্ট ॥ আপনি যাই বলুন, ছেলেদের অভিভাবকের বাড়ীতে আপনার যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আপনি একজন বিজ্ঞ শিক্ষক হয়ে এটা যে কি ক'রে করলেন—

গঙ্গা ॥ কেন মশাই, কি অন্যায়টা করেছি? সেক্রেটারী আমায় বললো চলুন—তাই গেছি। আমি তো আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি। আমি মশাই নেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই বলুক। —তা আপনি কি করে জানলেন? নিশ্চয়ই হরিপদবাবু আপনাকে বলেছেন।

কেষ্ট ॥ সে যেই বলুক না কেন। আপনি তো গেছিলেন সত্যি কথা।

গঙ্গা ॥ আমি তো গিয়েছিলুম, তবে [ঠেস মেরে কথা বলে] সেক্রেটারীর পায়ে তেল মাখাতে নয়! আমায় অনুরোধ করলেন তাই একবার সঙ্গে গিয়েছিলুম। কি জানেন কেষ্টবাবু, [টিপ্পনী কেটে], সবাই চায় আমি একাই বড় হই।

[এই সময়ে হরিপদ একবার আড়চোখে তাকাল, একটা লেখা পড়ে খুব রেগে]

হরি ॥ এঁ্যা, একেবারে ফাঁকা খাতা রেখে দিয়েছে, কিচ্ছু লেখেনি? পরীক্ষা দিতে এসেছে। দাঁড়াও, পাশ করাচ্ছি—ছি! ছি! ছি!

[বেগে প্রস্থান]

গঙ্গা ॥ আরে মশাই, এই ষাট বছর বয়সে বুড়ো কিনা হেডমাষ্টার হবার জন্যে সেক্রেটারীর বাড়ীতে দু' বেলা যাতায়াত করছে। আর দুনিয়ার কেউ যাতে সেক্রেটারীর সঙ্গে না কথা কয় সেইটেই ওঁর চেষ্টা।

৩

কেষ্ট ॥ তাই নাকি ?

গঙ্গা ॥ বুঝতে পারছেন না, লোকটা কিরকম স্বার্থপর ? নামান দেখি ওকে। আমরা তো আপনাদের পেছনে আছিই—যখন বলবেন তখনই নামবো। ঐ বুড়ো ভামগুলোর জন্যেই তো আজ আমাদের এই অবস্থা। সেক্রেটারীর পায়ে তেল লাগাচ্ছে। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কি বলব মশাই, দুবেলা কমিটি মেম্বারদের বাড়ী গিয়ে ধন্না দিচ্ছে। এটা কি মশাই কোন শিক্ষিত লোক করতে পারে বলুন ?—তবু আপনি বলবেন ঐ লোকও আপনাদের দলে আসবে। জানিনা মশাই, ঐ লোক আবার কি করে আসে, আমি ছাপোষা মানুষ, আমার মাথায় অতো রাজনীতি ঢোকেনা। [খাতা দেখতে থাকে] উঃ! কি ইতিহাসই লিখেছে! একেবারে বিশ্বের জাহাজ! দেখেছেন কি লিখেছে, শুনুন বলি, প্রশ্নটা ছিল—মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজীব কতখানি দায়ী ? উত্তর লিখেছে—তর্কের অবতারণা না করে এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে ঔরঙ্গজীব এক চতুর্থাংশ তো দায়ী ছিলেনই। বাঃ! বাঃ! আরো ক্লাইমেক্স শুনুন, মিরকাশিম মিরজাফরের বাবা ছিল। কে লিখেছে দেখি···হুঁ, যা ভেবেছি তাই, ভোঁদা, আবার শেষে কি লিখেছে, মাষ্টার মশাই দয়া করে এবারটার মত উঠিয়ে দেবেন, মামা না হোলে তাড়িয়ে দেবে। দাঁড়াও দেওয়াচ্ছি। কতগুলো জানোয়ার ঠেঙ্গিয়ে মানুষ করা হোচ্ছে!

কেষ্ট ॥ ওরা ঠিক জানোয়ার নয়। আমার মনে হয় আজকের শিক্ষা-পদ্ধতির কিছু ত্রুটি আছে, যার জন্যে আজ এই অবস্থা।

গঙ্গা ॥ [বোকার মত হেসে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই [হঠাৎ রেগে গিয়ে]···

তাই হবে। [সহ্য করতে না পেরে উঠে যায়]…ও-হো আমার একটা কাজ বাকী আছে, আমি আসছি। [প্রস্থান]

কেষ্ট ॥ [চিন্তিত] হরিপদবাবু এতো নীচ হবেন? একজন শিক্ষিত মানুষ! না, এ-আমার বিশ্বাস হয়না।

[প্রবেশ করে•হরিপদ]

এই যে হরিপদবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। বলবো বলবো ভাবছি।

হরি ॥ বলুন।

কেষ্ট ॥ দেখুন, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি; তার কারণ আপনি একজন বহু পুরাতন শিক্ষক, তা ছাড়া পণ্ডিতও বটে। তাই বলছি, আপনি একটু ভেবে দেখুন।

হরি ॥ ভাববো? হ্যাঁ ভেবেছি অনেকদিন আগেই ভেবেছি। আর নতুন করে আমার ভাববার কিছু নেই।

কেষ্ট ॥ দেখুন, আপনি যে আশা করছেন, সেটা কিছু অন্যায় নয়, সব মানুষেরই একটা না একটা উচ্চ আশা থাকে; তা নাহোলে আর মানুষ হোয়ে জন্মেছি কেন—তবে এই সমাজে ক'জন মানুষের আশা পূর্ণ হয়, বলুন?

হরি ॥ চেষ্টা তো করা উচিত?

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে নিজের ডিগ্‌নিটিকে বজায়—

হরি ॥ তার মানে, আপনি কি বলতে চান? আমি হেডমাষ্টার হবার জন্যে কমিটি মেম্বারদের আর সেক্রেটারীর পায়ে তেল মাখাই? —না; আপনি জেনে রাখুন অতো নীচ আমি নই। নিজের প্রমোশনের জন্যে আমি কাউকে তেল মাখাইনি, তাহলে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারতুম।

কেষ্ট ॥ না না আমি ঠিক তা বলছিনা—তবে—

হরি ॥ তবে কি আমিও জানি কেষ্টবাবু। আপনাকে যারা বলে, তাদেরকেও জানি, আর তারা যে কি করে সেটাও আমার ভাল রকম জানা আছে। যাক, ছেড়ে দিন, আমি আমার কাজ করে যাব। ক্ষতি আমার কেউ করতে পারবে না। দেখুন কেষ্ট বাবু, এই স্কুলে আজ ৩০ বছর কাজ করছি। অনেক মাষ্টার আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু এতো নীচ প্রকৃতির মানুষ এর আগে কখনো দেখিনি। কি বলবো, এরা শিক্ষিত মানুষ বলে দাবী করে। সমাজের গঠন কর্তা এরা।

কেষ্ট ॥ আচ্ছা হরিপদবাবু, এই স্কুলের হেডমাষ্টার হবার উপযুক্ত তো আর কেউ নেই—!

হরি ॥ হেডমাষ্টার হবার উপযুক্ত যে কেউ নেই, এবিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু তবু—

কেষ্ট ॥ তাহলে তো স্বাভাবিক ভাবেই আপনি—

হরি ॥ নতুন এসেছেন, চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। সত্যিই কেষ্টবাবু, আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট; তবু আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কয়ে তৃপ্তি পাই। আপনি ন্যায্য জিনিষটা বোঝেন, মানুষকে যথা সম্মান দিয়ে কথা বলেন, এইটেই আপনার বড় গুণ।

কেষ্ট ॥ হরিপদবাবু, আমি শুনেছিলাম আপনি একসময়ে দেশের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন!

হরি ॥ হ্যাঁ, আমরা যা করেছি তার মধ্যে কোন ভেজাল ছিলনা।

কেষ্ট ॥ তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আমরা ভুল পথে চলেছি?

হরি ॥ অতো আমি জানিনা। তবে এইটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি, ঐ পথে দিনের পর দিন বসে থাকলে কিছু হবেনা।

কেষ্ট ॥ তাহলে আপনি পথের নির্দেশ দিন?

হরি ॥ অ-অতো আমি জানিনা। তবে এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি এটা ঠিক পথ নয়।

কেষ্ট ॥ হরিপদবাবু, আপনি একটা কবিতার কিছুটা অংশ বার বার আবৃত্তি করেন। আমি আজ সেই কবিতাটির শেষের কটি লাইন আপনাকে স্মরণ করিয়া দেব।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন
ওরে, আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা—

হরি ॥ ওগুলো বাজে কথা। আমি ওই কথাগুলো বিশ্বাস করিনা। মানুষের জীবনের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই—

কেষ্ট ॥ তাহলে আপনি কেন ঐ কবিতাটা এতো ভালবাসেন?

হরি ॥ আপনি ভুল বুঝেছেন, কেষ্টবাবু। কবিতাটার প্রথম পাঠটাই আমি ভালবাসি, তাই বারে বারে আবৃত্তি করি। শেষের পাঠটার সঙ্গে জীবনের কোন জায়গায় মিল খুজে পাইনা। তাই ওটাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি। ওটা শুধুই কবির কল্পনা।

কেষ্ট ॥ শুধুই কল্পনা?

হরি ॥ হ্যাঁ, শুধুই কল্পনা। ওর মধ্যে বাস্তবতার কোন ছাপই নেই। কোনদিন যদি কবির ঐ কথা সত্য হয় সেদিন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের পেছনে দাঁড়াব।

কেষ্ট ॥ সেই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় আমরা রইলুম হরিপদবাবু।

হরি ॥ স্বদেশী আমরাও করেছি কেষ্টবাবু, গান্ধীজী আর আমি একই সঙ্গে জেলও খেটেছি।

কেষ্ট ॥ আজ কি সেই পুরোণো কথাগুলো মনে পরলে আপনি প্রেরণা পান-না ?

হরি ॥ নাঃ !

কেষ্ট ॥ একবারও মনে হয়না, অতোগুলো শিক্ষক বাঁচার দাবীনিয়ে পথে বসে আছে, একবার গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসি !

হরি ॥ বলছিত—না, আমার কিছুই মনে হয় না।

[এই সময় প্রবেশ করে মুকুল]

কেষ্ট ॥ এই যে মুকুল আজ যাচ্ছো তো ?

মুকুল ॥ হ্যাঁ [হরিপদবাবুর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে] যা—ব।

কেষ্ট ॥ আচ্ছা হরিপদবাবু, আমি আসি। [প্রস্থান]

হরি ॥ মুকুল, তোমার তো বড় বড় কথা শেখার ইচ্ছে দেখি। রাজনীতিও কর, আর বাংলাতে এতো কম নম্বর পাও কেন ? আমি ভবিষ্যতে আর কখনও দেখতে চাইনা তুমি বাংলায় এতো কাঁচা !

মুকুল ॥ এবারটার মত হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই, আর কখন হবে না।

হরি ॥ হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই, বাংলাতে অন্তত তুমি সব সময়ে ভাল মার্ক রাখ।

মুকুল ॥ হ্যাঁ মাষ্টারমশাই, নিশ্চয়ই রাখবো। [চলে যাচ্ছিল]

হরি ॥ কোথায় যাচ্ছ ?

মুকুল ॥ আঁগ্যে আজকে আমি—একটু—

হরি ॥ কোথায় ?

মুকুল ॥ একটু মাষ্টার মশাইদের কাছে—

হরি ॥ হুঁ, [এদিক ওদিক তাকিয়ে] আচ্ছা, অমলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

[এই সময়ে গঙ্গারামবাবু প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, হটাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল]

মুকুল ॥ হ্যাঁ।

হরি ॥ কোথায় বলো তো?

মুকুল ॥ আগ্যেঁ মাষ্টারমশাইরা যেখানে বসে আছেন ঐ খানে।

হরি ॥ হুঁ, খুব কাজে ব্যস্ত না?

মুকুল ॥ হ্যাঁ, ঐ তো ওখানকার ছাত্রদের একজন নেতা।

হরি ॥ আচ্ছা তুমি—যাও

[মুকুল ও গঙ্গাবাবুর প্রস্থান, প্রবেশ করে নেবা]

নেবা ॥ মাষ্টার মশাই, আমি কি পাশ করেছি?

হরি ॥ হ্যাঁ, অনেক নম্বর পেয়েছো! যাও গাড়ী নিয়ে এসো, হাতে করে তো বইতে পারবে না। বাংলায় ফেল করে, ছেলেগুলো কিচ্ছু করে না? বাঙ্গালীর ছেলে, কোথায় বাংলায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে, তা নয়—

নেবা ॥ আপনি তো জানেন মাষ্টারমশাই, বাবা আমার লেখা পড়া জানেন না। কেউ আমায় পড়াবার নেই।

হরি ॥ তা পড়াবার যদি কেউ নেই, তা আমাদের অমলের একটা নাইট স্কুল রয়েছে, সেখানে যেতে পার না? পাঁচটা শিক্ষিত ছেলে সেখানে যায়, নিজের পড়াটা একটু জেনে নিতে পার না?

[একটা খাতা নিল, নিয়ে নম্বর লিখলো]

হ্যাঁ-রে নেবা, আমি কি তোদের ভালবাসি না? বল্, সত্যি করে বলবি। স্কুলের ছেলেরা কি আমাকে ভালবাসে? না সকলেই আমাকে অবজ্ঞা করে?

নেবা ॥ আপনি আমাদের যথেষ্টই ভালবাসেন, মাষ্টারমশাই। আপনি আর অঙ্কের স্যারের মত মাষ্টার মশাই কেউ নেই।

হরি ॥ হঁ্যা, কেষ্টবাবু লোকটা খুবই ভাল। আচ্ছা, এবারটার মত নম্বর দিয়ে দিলুম। দেখ্, তোর বয়েসটা অনেক অল্প। বড় হবার সম্ভাবনা এখনো অনেক আছে। আমার তো হোয়েই এসেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর বুঝলি? দেখ্, গরীব হোয়ে জন্মেছিস্ বলেই যে আমি তোকে ঘৃণা করি তা নয়রে, তোরাও মানুষ হ' তোরা সমাজে মাথাতুলে দাঁড়া এইটেই আমি চাই। আচ্ছা এখন যা—।

[নেবা নমস্কার করে প্রস্থান করে। প্রবেশ করে গঙ্গারাম বাবু]

গঙ্গা ॥ [চেয়ারে বসলো] কি খবর হরিপদবাবু। কথা-টতা একেবারে বন্ধ করে দিলেন যে মশাই! তা দেবেন বৈকি! হেড মাষ্টার হোচ্ছেন! [প্রবেশ করে ভোঁদা ও সনা] মনে করবেন না, তাতে আমাদের জাতক্রোধ হোচ্ছে—এটা তো আপনার যোগ্য প্রাপ্য।

[ভোঁদাকে এগিয়ে দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে সনা]

ভোঁদা ॥ মাষ্টার মশাই, আমি কি—

গঙ্গা ॥ ওঃ! [মুখ ভেংচে] পাশের খবর নিতে এসেছ? এসো বাবা এসো, তা গাড়ি এনেছো, না জাহাজ এনেছো? পেছনে ওটা কে? সনা-না, এদিকে আয়, আয় এদিকে, [সনা আস্তে আস্তে আসে] এই যে ভোঁদা, ইতিহাস লিখেছো? তা বাবা, বই-এর পাতাটা জীবনে একদিনও না উল্‌টে পরীক্ষা দিতে এলে। হঁ্যা বাবা! মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেব এক চতুর্থাংশ দায়ী ছিল? আর, মীরকাশিম মীরজাফরের বাবা

ছিল? শুয়ার—পাশ করিয়ে দেবেন, গাধা; দেয়াচ্ছি পাশ করিয়ে, হাতপাত হাতপাত [বেত দিয়ে ছপছপ করে ঘা আষ্টেক মারলো]।

ভোঁদা ॥ আগ্যেঁ আমি নয়তো, [কেঁদে ফেলে] আমায় সনা বলেছিল লিখতে—, তাই লিখেছি—ই।

গঙ্গা ॥ ও যদি তোকে ঘরে আগুন লাগাতে বলে তুই লাগাবি? শুয়ার, গাধা, জানোয়ার—

ভোঁদা ॥ না স্যার।

গঙ্গা ॥ তবে কেন ওর কথায় লিখেছিস হারামজাদা? স্কুলটা আড্ডাখানা? হাত পাত।

[ভোঁদা নীরবে হাত পাতে, গঙ্গারাম দু'চার ঘা বেত্রাঘাত করে]

যা, দূর-হ আমার সামনে থেকে।

গঙ্গা ॥ সনা এদিকে আয়, আয় এদিকে? খালি ফাজলামী হয়, দাঁড়াও, তোমার খাতাটা বার করি!

[খাতাটা খুজতে থাকে, একটা খাতা খুজে ভাল করে দেখে]

হরি ॥ ভোঁদা এদিকে এসো। বাংলায় বুঝি আর টুকলিফাই করবার সুযোগ পাওনি? তাই একেবারে সাদা রেখে দিয়েছো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আর কবে মানুষ হবে? জীবনটাকে এইভাবে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা কোরনা। ফাঁকিবাজী দিয়ে কোন মহৎ কাজ করা যায়না, বুঝলে?—কি আর বলবো যাও, বুঝে চলবে।

ভোঁদা ॥ আচ্ছা স্যার।

[দ্রুত প্রস্থান]

গঙ্গা ॥ ওঃ! একেবারে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। কুশান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিল? উত্তর কি লিখেছো, [পড়ে যায়]

কনিষ্ক কুশান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাহার কোন মুণ্ড ছিল না। তিনিই ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মুণ্ডহীন রাজা। মুণ্ড ছিল না তার, হ্যাঁরে হারামজাদা?

সনা ॥ আগ্যেঁ, বইয়েতে গলা অবধি ছবি আছে তাই—

গঙ্গা ॥ তাই তুমি ভাবলে মুণ্ডহীন রাজা! বইয়ের পাতাটা কি একটুও ওল্টাবার সময় পাওনি? লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজত্বকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে তুমি কি দিয়েছো বাবা? [পড়তে থাকে] তাহার রাজত্বকালে ডালহৌসি স্কোয়ার তৈরী করিয়াছিলেন; এবং তিনিই চিরস্থায়ী ১৪৪ ধারা জারী করিয়া গিয়াছেন। এ-সব কোথায় পেলি?

সনা ॥ আগ্যেঁ—

গঙ্গা ॥ বল্‌ শীগ্‌গীর; ও তোর দেখে খাতা লিখেছে, না তুই ভোঁদার দেখেছিস, বল্‌, হারামজাদা—

সনা ॥ ও আমার দেখেই লিখেছে! সত্যি বলছি স্যার, আমি ওরটা দেখিনি।

গঙ্গা ॥ বইটায় চোখ বোলাবার সময় পাওনি, খালি খেলা, আর লোককে ভেংচি কাটা। পাত হাত, হাত পাত। শুয়ার, জানোয়ার, উল্লুক কোথাকার, পাত হাত?

[হাত পাতলোনা, বেত দিয়ে গঙ্গারাম কয়েক ঘা মারলো]

সনা ॥ গেলুম স্যার, আর করবো না সত্যি বল্‌ছি।

গঙ্গা ॥ যা—দূর হ হতচ্ছাড়া [হাতের আঙ্গুলগুলো মটকাতে থাকে] ওঃ, হাতটায় ব্যথা হোয়ে গেলো। [সনার প্রস্থান]

[প্রবেশ করে সিল্কের পাঞ্জাবী পড়া স্কুলের সম্পাদক শঙ্করবাবু]

গঙ্গা ॥ আসুন, আসুন শঙ্করবাবু। [উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করে]

শঙ্কর ॥ থাক, থাক, বসুন। আজ একটা ভাল কাজ করে এলুম, বুঝলেন? ওপরে ধরা-কওয়া করেছিলুম তাই স্কুলের এইড্‌টা বাড়িয়ে দেবে বলেছে। এটা আমরা পেতুম না—যদি না প্রাইজ ডিষ্ট্রীবিউশনটা মিনিষ্টার দিয়ে করাতুম।

গঙ্গা ॥ আর আপনি যখন আছেন হতেই হবে।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, আমাদের বদনাম হয়ে যাচ্ছে। এতো কম ছেলে স্কুল থেকে পাশ করছে, এটা খুবই খারাপ কথা, এদিকটা কিন্তু আপনারা নজর দেবেন। তা না হ'লে, আর বেশীদিন সরকারের কাছে সুনজর থাকবে না। হরিপদবাবু, আপনার সম্বন্ধে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই ভাবছি।

হরি ॥ এঁ্যা, হঁ্যা হঁ্যা, নিশ্চয়ই। আমিও—

শঙ্কর ॥ আপনি কি ভাবছেন, স্কুলের ডেভেলপ্‌মেন্ট সম্বন্ধে?

হরি ॥ হঁ্যা, আমিও ভাবছি।

শঙ্কর ॥ ভাবুন, ভাবুন। গঙ্গারামবাবু, এ্যাটেনড্যান্সটা দেখে আসুনতো। কতগুলো ছেলে আসেনি। দরকার হলে এর জন্যে প্রপার ষ্টেপ নিতে হবে।

গঙ্গা ॥ আচ্ছা, আমি এখুনি আসছি। [প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ তারপর হরিপদবাবু, আপনি নাকি ষ্ট্রাইকে যোগ দিচ্ছেন। দিতে পারেন আপত্তি নেই, তবে—

হরি ॥ না—না, আমি ওসবে যোগ দিইনি।

শঙ্কর ॥ হঁ্যা, একটু ভাববেন, আপনারা পুরোণ শিক্ষক—

হরি ॥ সে দিক দিয়ে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি ও-সব ঝামেলায় যাই না।

শঙ্কর ॥ দেখুন হরিপদবাবু, আমি একজন মাষ্টারকে কিছুতেই টলারেট

করতে পারছি না। আমাদের সমস্ত প্ল্যানকে সে বানচাল করে দিতে বসেছে। আমি চাই আপনারা ওকে স্কুল থেকে বিদায় করুন।

হরি ॥ কাকে, বলুন তো ?

শঙ্কর ॥ কেষ্টবাবু।

হরি ॥ কিন্তু লোকটা তো খুব ভাল। আর ছেলেদের ভাল পড়াতে পারে। ছেলেরাও ওকে যথেষ্ট ভালবাসে। সত্যি, আমাদের এখানে অনেক শিক্ষকই এসেছেন, কিন্তু ওর মত এতো সুন্দর লোক আমি এর আগে দেখিনি। অল্পদিনের মধ্যে ছেলেদের কত ভালবেসে ফেলেছেন, কি বলবো ?

শঙ্কর ॥ সবই তো বুঝলাম, কিন্তু লোকটা যে রাজনীতি ঘেঁষা। আমাদের স্কুলটার কোন ব্ল্যাক স্পট্ ছিলনা। ওই লোকই দিনরাত চেষ্টা করছে, আমাদের স্কুলটাকে ধর্মঘটে নামাবার জন্যে। এই সব লোকদের যে কেন আপনারা মাষ্টারী করতে দেন! রাজনীতি করতে হয় অন্য জায়গায় করুক, আমার কোন আপত্তি নেই। যাই হোক, একটু চোখে চোখে রাখবেন।

হরি ॥ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—, সে আপনাকে বলতে হবেনা। [আমতা আমতা করে] আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল। সময় হবে কি এখন ?

শঙ্কর ॥ কি সম্বন্ধে বলুন ?

হরি ॥ না, এমন কিছু নয়!

শঙ্কর ॥ বলুন না, ভয় কি, স্কুল সম্বন্ধে কিছু ?

হরি ॥ না সম্পূর্ণ-ই ব্যক্তিগত—

শঙ্কর ॥ তাতে কি হয়েছে, বলুন না ?

হরি ॥ মানে, আমি খুব—যাক্ পরে হবে।

শঙ্কর ॥ আপনি-নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

[হরিপদবাবু একবার এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর ফস করে বলে ফেলেন]

হরি ॥ আমি বড় বিপদে পড়েছি, মানে কিছু টাকা যদি আমায় ধার দেন, বড় উপকার হয়। পরে ফেরত দিয়ে দেব।

শঙ্কর ॥ [একেবারে আকাশ থেকে পড়ে] ওঃ টাকা !

হরি ॥ হঁ্যা, দিলে বড় উপকার হয়। আমি কথা দিচ্ছি—

শঙ্কর ॥ আপনার মত একজন ওল্ডম্যান টাকা চাইছেন, আর দেবনা ! কত টাকা ?

হরি ॥ এই শ' দেড়েক।

[হাসতে হাসতে ব্যাগ খুলে টাকা প্রদান]

শঙ্কর ॥ ওঃ ! দেড়শো টাকা ? এই নিন।

হরি ॥ আপনার কথা ভুলবোনা, সত্যিই আমার খুব উপকার করলেন।

শঙ্কর ॥ না না, ঠিক আছে, আমারও একটা অনুরোধ আপনার কাছে। আমার এই স্কুলটায় কোন ব্ল্যাক স্পট না পরে এ দিকটায় আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন, আর ওসব ঝামেলায় যাতে কেউ না যায় সেই চেষ্টাই করবেন, কেমন ?

হরি ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অন্তত কাউকে ওখানে যাবার উপদেশ দেবনা।

শঙ্কর ॥ আচ্ছা আপনিই বলুন হরিপদবাবু, টিচারদের কি ঐ ভাবে পথে বসাটা ঠিক হয়েছে ? এতে জাতীয় সরকারের প্রেষ্টিজ কোথায় নেমে যায় ভাবতে পারেন ?

হরি ॥ অতো আমি ঠিক বুঝিনা, তবে এইটুকু ভরষা আমার ওপর রাখতে পারেন—

শঙ্কর ॥ আপনাদের ওপর ভরষা রাখবো না. তো কার ওপর রাখবো ?

হরি ॥ দেখুন, আজ তো বিশেষ কাজ নেই, আমার একটু দরকার আছে, আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।

শঙ্কর ॥ কাজ থাকলে যাবেন বৈকি, এ আর আমাকে বলার কি আছে। [হরিপদ খাতাপত্র গুটিয়ে প্রস্থান, শঙ্কর খবরের কাগজটা দেখে] লোকটাকে হাতে রাখা দরকার, টাকা নিশ্চয়ই ফেরত দেবে। [গঙ্গারামবাবুর প্রবেশ]

গঙ্গা ॥ না, ছেলেরা বিশেষ তেমন আসেনি। [উল্টোদিকে তাকিয়ে] হরিপদবাবু বুঝি চলে গেলেন ?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, ওর কি কাজ আছে তাই বাড়ী গেলেন।

গঙ্গা ॥ হুঁ, লোকটার যে কি হোয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, আমি জিজ্ঞেস করলুম কোথায় যাচ্ছেন, কথার কোন জবাবই দিলেন না, আমার সঙ্গে কথা কইতে উনি কি রকম ঘৃণা বোধ করেন।

শঙ্কর ॥ কেন ? [পুনরায় খবরের কাগজটাতে চোখ বুলোয়]

গঙ্গা ॥ কি জানি মশাই, বুঝি না। যা আপনারা বলেন তাই করে ফেলি, এর পেছনে এতো দোষ আছে, জানতুম না।

শঙ্কর ॥ কি ব্যাপার খুলে বলুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

গঙ্গা ॥ আপনি কি করে বুঝবেন বলুন ? সাদাসিধে মানুষ, ছেলেরা যাতে ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেই সব দেখার জন্যেই তো সেক্রেটারী হয়েছেন। স্কুল খুলেছেন।

শঙ্কর ॥ সে তো নিশ্চয়ই ! তা ছাড়া এ সব ছেঁড়া ঝামেলায় কে আসে বলুন না ?

গঙ্গা ।। ব্যাপার কি জানেন ? আপনার সাথে অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলুম, সেই নিয়ে মশাই একটা হৈ-চৈ বেধে গেছে, আমি নাকি দালালি করছি—

শঙ্কর ।। কে বলেছে ?

গঙ্গা ।। হরিপদবাবু ব্যাপারটা ছড়িয়েছিলেন। যদিও বলা উচিত নয়, ত্রিশ বছর কাজ করছেন, তার সম্বন্ধে আমার বদ্‌নাম দেওয়া শোভা পায় না। কি বলবো, উনি আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিলেন, আশ্চর্য !

শঙ্কর ।। হরিপদবাবু আপনাকে দালাল বললেন ?

গঙ্গা ।। না-না, উনি তা বলেননি, উনি ব্যাপারটা খালি উস্কে দিয়েছেন। আর আমাদের স্কুলে বিপ্লবী মাষ্টার আছেন কেষ্টবাবু, তিনিই এ নিয়ে মাতামাতি করছেন। শুধু কি তাই ? কেষ্টবাবু বলছেন, আমাদের সেক্রেটারী যেমন সরকারের পেটোয়া দালাল ; আমরা হচ্ছি আবার তার দালাল !

শঙ্কর ।। হু, তাই নাকি ?

গঙ্গা ।। আরে মশাই, মাষ্টারদের ধর্মঘটে নামাবার জন্যে ঐ লোকটি কি কম চেষ্টা করেছে। কি বোলবো, আমি আর সত্যবাবু এরা ছিলাম বলেই তো নামাতে পারছে না।

শঙ্কর ।। হরিপদবাবুর কি মত ?

গঙ্গা ।। উনি তো আর সামনা-সামনি কিছু বলেন না, পেছনে থাকেন।

শঙ্কর ।। কেষ্টবাবুকে আমিও তাড়াতে চাই। কিন্তু হরিপদবাবু কিছুতেই তাড়াতে দেবেন না। উনি নাকি এখানে খুব পপুলার শিক্ষক, ছেলেদের ভাল পড়ান।

গঙ্গা ।। তাই নাকি····? কি বলবো মশাই, এই ৭ বছর এখানে মাষ্টারী

করছি। কে কত পপুলার, আর কে কত ভাল পড়ায়, আমার জানতে বাকী নেই। হ্যাঁ, হরিপদবাবুকে বলতে পারা যায়, দু'বছর আগেও উনি ভাল পড়াতেন। কিন্তু এখন আর সে রকম পড়াতে পারেন না। কেষ্টবাবুর কথা যদি বলেন, এক নম্বর ফাঁকিবাজ; আর ছেলেরা ওকে দু'চক্ষে দেখ্তে পারে না। অঙ্কের মাষ্টার উনি মশাই, অঙ্কের অ ও বোঝেন না। ছেলেরা জানবার জন্যে আমার কাছে আসে।

শঙ্কর ।। তাই নাকি? তা হলে হরিপদবাবু— [চিন্তিত]

গঙ্গা ।। কেন বলবে না বলুন? কেষ্টবাবু হোচ্ছে একজন কমিউনিষ্ট, হরিপদবাবুর ছোট ছেলেটাও তো ঐ দলের। বুড়োও যে একেবারে ওথেকে আলাদা তা আমি কি করে বলি বলুন? হাবভাব দেখে তো মনে হয়—

শঙ্কর ।। হুঁ, তাহলে— [চিন্তিত]

গঙ্গা ।। [একবার শঙ্করের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে] হরিপদবাবু আজ কেন তাড়াতাড়ি চলে গেলেন জানেন?

[একবার আশে পাশে দেখে]

শঙ্কর ।। কেন?

গঙ্গা ।। রাস্তায় মাষ্টার-রা বসে আছে, ঐখানে যাবেন। মাষ্টারদের একটু উৎসাহ দিতে যান কিনা! তাছাড়া ওর ছেলে যে ঐখানেই থাকে, বাড়ী যায় না, তার সঙ্গেও দেখা হবে!

শঙ্কর ।। আচ্ছা গঙ্গারামবাবু, হরিপদবাবু ঐখানে যায় আপনি ঠিক জানেন?

গঙ্গা ।। আপনি আমার সঙ্গে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসবেন— যায় কিনা? হেঁ—হেঁ—হেঁ। [হাসি] দেখুন শঙ্করবাবু, একটু

আগে স্কুলে পপুলারিটির কথা বলছিলেন না? আপনি সত্যবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন, ছেলেরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে কাকে। সত্যি, অল্পদিনের মধ্যেই আমি ছেলেদের কাছে এতো প্রিয় হলাম কি কোরে, নিজেই ভেবে পাই না [হাসি]। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা কিরকম বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে না মিশে আমি থাকতেই পারি না। হেঁ—হেঁ। [উত্তরের অপেক্ষায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে] হেঁ—হেঁ—হেঁ আপনারা হেডমাষ্টার নিশ্চয়ই যোগ্য ব্যক্তিকেই করবেন?

শঙ্কর ॥ [ভাবছিল] আচ্ছা আমি দেখবো—

গঙ্গা ॥ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, দেখবেন বৈকি। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেখবেন। হেডমাষ্টারের ওপরই যখন স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে! দেখবেন বৈকি?

শঙ্কর ॥ না-না, আমি তা ভাবছি । ভাবছি, আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে টাকা নিল। না-না, এ হতে পারে না; আপনি এটা ঠিক বলছেন না গঙ্গারামবাবু।

গঙ্গা ॥ বেশ, আমি যদি আপনাকে প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি তাহলে হবে তো?

শঙ্কর ॥ আচ্ছা, আপনি আগে নিজে দেখে আসুন, তারপর—

[উভয়ে প্রস্থানে উদ্যত]

—পর্দা—

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[স্কুলের অফিস ঘর   দৃশ্য সজ্জা পুর্বের ন্যায়]

[পর্দা উঠতে দেখা গেল লালুর সংগে কথা বলছে গঙ্গারামবাবু]

গঙ্গা ॥ লালু, আমি ক-দিন যাইনি বলে তোমার মা কিছু বলছিলেন ?

লালু ॥ কৈ—না।

গঙ্গা ॥ বাবা কিছু বলেননি?

লালু ॥ হ্যাঁ।

গঙ্গা ॥ [আগ্রহ সহকারে] কি বলছিলেন ?

লালু ॥ বলছিলেন মাষ্টারমশাই বুঝি আজকাল আসেননা ?

গঙ্গা ॥ হতভাগা ছেলে, তুমি নিশ্চয়ই বলেছো আসেননা !

লালু ॥ না, আমি বলেছি মাঝে মাঝে আসেন।

গঙ্গা ॥ [ধমকদিয়ে] খুব হোয়েছে থাম । বলি এতো বাজে পরীক্ষা দিয়েছ কেন ? দাঁড়াও তোমার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব।

লালু ॥ আঁগ্যে এবারটার মত—

গঙ্গা ॥ এই নিয়ে তো পাঁচবার তুলে দেওয়া হোল। বলি হ্যাঁরে হতভাগা একটু ভাল করে পড়াশোনা কর। আমার যে দুর্নাম হোয়ে যাবে বাবা !

লালু ॥ আঁগ্যে এবার থেকে নিশ্চয়ই করব।

গঙ্গা ॥ হঁ্যা, একটু বুঝে শুনে চলো। শোন কাল থেকে আমি তোমাদের বাড়িতে রোজ বিকালে যাব। তুমি কিন্তু থাকবে।

লালু ॥ বিকালে যাবেন না মাষ্টারমশাই, বরং সকালের দিকে—
গঙ্গা ॥ কেন বিকালে আড্ডা মারা হয় ?
লালু ॥ আঁগ্যে না, খেলতে যাব—
গঙ্গা ॥ দেখ লালু, আমি স্নেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই মনে করুক। আবার বলছি একটু পড়াশোনায় মন দাও। বাবার নাম তো রাখ্‌তে হবে না কি ?

[প্রবেশ করে সত্যবাবু, হাতে একটা বই]

সত্য ॥ কার নাম কে রাখবে গঙ্গারামবাবু ? ওঃ ! আমাদের লালুবাবু।
গঙ্গা ॥ ছেলেটাকে একটু বোঝাছিলুম।
সত্য ॥ লালুকে ? ওকে আর মিছে বোঝাচ্ছেন কেন ? ওর বাবার সম্পত্তির ওপর বসে আছি আমরা। ওকে কি আর ফেলে রেখে যেতে পারব ? আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে ! ওকে আমরা ঠিক কোলে করে তুলে নিয়ে যাব। যাও বাবা লালু তুমি নিশ্চিন্তে নাসিকায় সরিসার তৈল দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করো। স্কুলটা তোমার পিতৃদেবের সম্পত্তিতে যতোদিন থাকবে তোমাদের পাশের জন্যে ভাবতে হবেনা।
[লালুর প্রস্থান]
গঙ্গারামবাবু, আপনার ছাত্রের মাথাটা দিনে দিনে এতো পরিষ্কার হোচ্ছে কি করে ?
গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, আমিও তাই দেখছি, ছেলেটা একটু ভালর দিকেই যাচ্ছে।
সত্য ॥ না-না আমি তা বলছিনা, এর মস্তিস্কটা একটু পরীক্ষা করা দরকার, কত পারসেন্ট গোময় আছে। ইংরেজি যা লিখেছে তা যদি ইংরেজ জাত দেখে, আত্মহত্যা করতে পারে।
গঙ্গা ॥ ইংরেজিতে ছেলেটা একটু কাঁচা আছে বটে—

সত্য ॥ অন্য সাব্জেক্টে তাহলে ভাল বলছেন ?

গঙ্গা ॥ না—মানে—তবে—

সত্য ॥ আর চেপে লাভ কি। বাপের অতো পয়সা তায় ইস্কুল ওদের নিজের সম্পত্তি। কেন পড়বে বলুন তো ? তবে দুঃখ হয় কি জানেন আর পাঁচটা হতভাগা গরিব ছেলেদের জন্যে। ঐ একটি ছেলে তাদেরও সর্বনাশ করে চলেছে। ওর কিছু না হোলেও চলবে।

গঙ্গা ॥ না ও ভাল বংশের ছেলে এতোটা বয়ে যাবেনা।

সত্য ॥ তাই নাকি ?

গঙ্গা ॥ ওঃ আপনি জানেন না তা হলে। শঙ্কর বাবুর বাবা এই স্কুলের জন্যে তাঁর একখানা বাড়ী ছেড়ে দিলেন। বলুন তো মশাই, দেশে বড়লোক তো অনেক আছে কে আর পাব্লিক ইনিষ্টিটিউশনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে দেয়। আমি মশাই নেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই মনে করুক।

সত্য ॥ কথাটা যখন তুললেন, বলি।

গঙ্গা ॥ তাছাড়া ওদের যথেষ্ট দান-ধ্যানও আছে—

সত্য ॥ [একটিপ নস্যি নিয়ে] দানের কথা বলছেন ? এই বাড়ীটার জন্যে তো শুনেছি শঙ্করবাবু পাঁচশোটাকা ভাড়া পান।

গঙ্গা ॥ তা পান, তবে কি জানেন—

সত্য ॥ এই আধমরা বাড়ীর ভাড়া কেউ পাঁচশো টাকা দিত ?

গঙ্গা ॥ কিন্তু এটাও তো দেখতে হবে, স্কুল খোলার সময়ে ছ মাসের মধ্যে একপয়সাও ভাড়া নেননি। আমি মশাই নেজ্য কথা বলি—

সত্য ॥ কিন্তু তার পর থেকে তো প্রতি মাসেই পাঁচশো টাকা করে পাচ্ছেন। সেটাও কি দান করছেন ?

গঙ্গা ॥ তার মানে আপনি কি বলতে চান?

সত্য ॥ আপনি কি সেটা বোঝেননা দাদা, আপনারই সামনে দশহাজার টাকা বরাদ্দ করা হল স্কুল রিপেয়ারিংয়ের জন্য। স্কুলের লেবরেটারি বাড়ান দরকার। বেঞ্চ পাল্টান দরকার আরো কত হিসেবই দিয়েছিলেন।

[প্রবেশ করে কেষ্ট বাবু]

কেষ্ট ॥ কিসের হিসেব নিয়ে এত মাথা ঘামাছেন?

সত্য ॥ আপনিই বলুন কেষ্টবাবু স্কুল; রিপেয়ারিংয়ের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হল তার কি কোন টেণ্ডার কল করা হয়েছিল?

কেষ্ট ॥ টেণ্ডার কল করলে অনেক ঝামেলা আছে, যাক ওসব কথা ছেড়ে দিন—

সত্য ॥ তাহলে টাকাটা খরচ হল কিসে সেটা বলুন?

কেষ্ট ॥ কেন বাইরে চুনকাম হয়েছে।

গঙ্গা ॥ ভেতরে হোয়াইট ওয়াস হয়েছে।

সত্য ॥ দশহাজার টাকা খরচ করলে সহরের প্রত্যেকটা বাড়ীকে হোয়াইট ওয়াস করা যেত বুঝতে পেরেছেন?

গঙ্গা । তারপর ধরুন বেঞ্চিও সারান হয়েছে।

সত্য ॥ ক'জন মিস্ত্রি লেগেছিল!

কেষ্ট ॥ মোট তিনজন।

সত্য ॥ বাঁকি হিসেবটা আমিই বলে দিচ্ছি। মোট পঞ্চাশখানা বেঞ্চি আর পনেরো খানা চেয়ার সারান হয়েছিল।

কেষ্ট ॥ আরো একটা কাজ হয়েছে। আপনি চেপে যাচ্ছেন। শঙ্কর বাবুর একখানা গাড়ি।

সত্য ॥ এর পরেও লোকে বলবে এরা সব দান করে বেড়ায় আর আমরাই

বতো লুটেপুটে খাই। কি বলবো মশাই দুঃখের কথা ; আমি যখন স্কুলে ঢুকলুম আমায় বললো আপনাকে তিনমাস ষাট টাকা করে দোব, তারপর থেকেই একশো দশ টাকা করে দেবেন। এখন সইটা একশো দশেই করে দেবেন।

কেষ্ট ।। এই দু বছর ধরে আপনি কি ষাট নিয়ে একশো দশটাকা করে সই করছেন ?

সত্য ।। আর বলেন কেন ? উনি আমায় প্রতিমাসেই স্বার্থত্যাগের উপদেশ দিয়ে চলেছেন। আমিতো এদিকে বৌ-ছেলের হাত ধরে দেহত্যাগ করতে বসেছি।

সকলে ।। [হাসে] হোঃ হোঃ হোঃ।

সত্য ।। কি বলবো, এক-একবার ইচ্ছে করে মুখের ওপর বলে দিই।

গঙ্গা ।। দিলেই তো পারেন।

সত্য ।। ঐটেই যে শিখিনি।

গঙ্গা ।। ওটার জন্যে কি পরীক্ষা দিতে হয় ?

সত্য ।। না, ওটা তুষের আগুন, ছাই চাপা আছে। কোন্‌দিন যে দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে জানিনা। [প্রস্থান]

কেষ্ট ।। লোকটার ভেতরে কত জ্বালা !

গঙ্গা ।। ভেতরের জ্বালা ভেতরেই থাকবে। বাইরে আর প্রকাশ পাবেনা।

কেষ্ট ।। কার জ্বালা যে কি ভাবে প্রকাশ পায়। কে বলতে পারে—

গঙ্গা ।। শঙ্করবাবু যে ওর মুখে চাবি এঁটে দিয়েছেন।

কেষ্ট ।। পৃথিবীতে এমন কোন চাবি সৃষ্টি হয়নি যা দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করা যায়।

গঙ্গা ।। অতো আমি জানিনা মশাই, তবে এইটুকু জানি। সত্যবাবুর

ছেলের অসুখে র সময় শঙ্করবাবু একশো টাকা ধার দিয়েছিলেন।

কেষ্ট ॥ ওঃ!

গঙ্গা ॥ আমি মশাই নেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই মনে করুক। ওর ছেলে যখন মরে মরো, শঙ্কর বাবু যদি টাকা দিয়ে সাহায্য না করতেন তাহলে—

[প্রবেশ করে সত্য বাবু

সত্য ॥ তাহলে আমার ছেলেটা মারা যেত। এই তো! আপনি শুধু আমার নেমখহারামিটাই দেখছেন। ওদের ঠকবাজিটা তো দেখছেন না! কি বলবো সময়টা আমার খারাপ যাচ্ছে। বিরাট সংসার করেছি। তিন চারটি ছেলেমেয়ে, তাই দিতে পারিনা। এক একবার তাই ভাবি শঙ্করবাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করে যে ছেলেটাকে বাঁচিয়েছিলুম সেই সময়ে সে যদি মরে যেত অনেক ভাল হোত। তাতে সেও বাঁচতো, আমিও বাঁচতুম—

গঙ্গা ॥ এটা আপনি কি বলছেন?

সত্য ॥ [উত্তেজিত হয়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কি লাভ বাঁচিয়ে রেখে? একটাকেও কি মানুষ করতে পারবো? [কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর] জানেন, সপ্তায় একদিন রবিবার ছেলে-মেয়ের পাতে একটুকরো মাছ পড়ে। প্রতি সপ্তাহে একটুকরো মাছ পাবার আশায় কবে রবিবারটা আসবে সেইদিনের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকে। [উত্তেজিত হয়ে] কেন? কেন এতো দুঃখ সইব বলতে পারেন? আমরা দুঃখ সইব, আর ওরা জালিয়াতি করে গাড়ি কিনবে।

গঙ্গা ॥ আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন, শঙ্করবাবু স্কুল ফাণ্ডের টাকায়

গাড়ি কিনেছেন? আমি মশাই লেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই মনে করুক।

সত্য ।। প্রমাণ হয়তো দেওয়া যাবে না, কিন্তু দিলে কি ভাল হবে— ?

গঙ্গা ।। তবে আর এতো বকছেন কেন? আমি মশাই নেজ্য কথা বলি তাতে যে যাই মনে করুক।

সত্য ।। কেন আর আমায় ঘাটাছেন দাদা! শেষে কেঁচো খুরতে খুরতে সাপ বেড়িয়ে যাবে। বেশিদুর যাবার দরকার কি। এই টিফিনের ব্যাপারটা নিয়ে কি না হোল, বলুননা! শঙ্করবাবুর ঐ শ্যালক যিনি টিফিনের কনট্রাক্ট নিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নজর এমনই উঁচু, বাজারে কলা যখন আনায় তিনটে পাওয়া যায়; ওনার পাইকারি দর হয় তখোন বারো আনা ডজন। রুটি বাজারে ছ আনা পাউণ্ড আর উনি তার দাম ধরেন আট আনা।

কেষ্ট ।। শুধুকি তাই? কলাগুলো একটাও খাওয়া যেতনা। পচা—

সত্য ।। প্রমাণ চাইছিলেন? এইতো এক ডাক্তার কমিটি-মেম্বার কেশটা ধরলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি কি পেলেন?

কেষ্ট ।। কেন! বোর্ডের কাছে তার নামে এক দিস্তে অভিযোগ তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। তিন মাসের মধ্যে তাকে বিদায় দেওয়া হল। একেবারে কাজির বিচার—

গঙ্গা ।। কচি ছেলেদের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যারা তাদের গায়ে কি মানুষের চামড়া আছে মনে করেন?

কেষ্ট ।। সে কথা আর বলে। এই তো সেদিন ক্লাস ফাইভের একটা ছেলে বেলা তিনটের সময় ফেন্ট হোয়ে গেলো—

সত্য ।। কেন যাবেনা বলুন? সেই সকালে মা-বাপ যা হয় ছাই ভস্ম গিলিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সে আর ক'ঘণ্টার পরমায়ু বলুন?

টিফিনের পরে পেটের জ্বালায় ছটফট করবে না পড়ায় মন দেবে? আমাদের দেশের ছেলেদের লেখাপড়া হবে—ছাই হবে!

গঙ্গা ॥ ছেলেদের জন্যে আপনি দেখছি খুব উতলা হয়ে পরেছেন?

সত্য ॥ হ্যাঁ, হয়েছি—। আমার নিজের ঘরেও যে ছেলে আছে। আর ছেলেদের কেন, আপনার খিদে পায় না? সত্যিকথা বলতে কি টিফিনের পরে আমার মুখদিয়ে রা বেড়োয়না। আচ্ছা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুনতো টিফিনের পরে আপনারা কি কেউ ছেলেদের মন দিয়ে পড়ান?

কেষ্ট ॥ টিফিনের পর ছেলেদের পিটিয়েই সময় কাটান হয়। [হাসতে হাসতে] কি বলেন গঙ্গারামবাবু!

গঙ্গা ॥ আমি মশাই নেজ্য কথা বলি যে যাই মনে করুক—ছেলেদের একটু আধটু শাসনে না রাখলে চলে না।

সত্য ॥ শাসণ ছাড়া আর কি আছে বলুন? বাপ-মা ছেলেদের খেতেদিতে পারেনা কড়া শাসণে রাখে পাছে খেতে চায়। মাষ্টারমশাইদের পড়াবার মুড থাকেনা, তাঁরাও কড়া শাসণে রাখেন পাছে খাটতে হয়—

কেষ্ট ॥ তার ওপর আছে সরকারী শাসণ। সে একেবারে কংসের শাসণ সেখানে এতোটুকুও নরচর হবার উপায় নেই। তাদের শোষণের পাল্লায় ওজন কমলেই, শাসণের লাঠিগুলি এগিয়ে আসে।

সত্য ॥ পেটে আপনি খান-নাখান শাসণ আপনাকে মানতেই হবে। এই আমার পেট ভরেনা। কিন্তু পাঁচ মিনিট লেট হোক ওমনি কড়া শাসণ।

গঙ্গা ॥ সব জিনিসটাকে সাপোর্ট করতে গেলে চলেনা। একটা সিস্টেমের মধ্যে থেকে—

সত্য ।। রাখুন মশাই আপনার সিস্টেম। সব সিস্টেমের উর্দ্ধে হচ্ছে পেট। সেই সিস্টেম অচল হয়ে গেলে তখন আর কোন সিস্টেমই চলেনা, বুঝতে পেরেছেন ?—আমরা একটু কিছু করলেই বলা হয় ডিসিপ্লিন ব্রেক করা হয়েছে। ষাট টাকা মাইনে দিয়ে একশো দশটাকা লিখিয়ে নেওয়া, এটা কি ধরণের সিস্টেম বলতে পারেন

গঙ্গা ।। আমি মশাই নেজ্য কথা বলি যে যাই মনে করুক। দেখুন, আপনারা বড় বাজে কথা বলেন। লোকের খালি খারাপ দিকটাই দেখেন। ভাল দিকটা আর চোখে পরেনা। একটু সার্থে ঘা লাগলেই—

সত্য ।। আপনিও ছেড়ে কথা বলতেন না। আমি একশো টাকা শঙ্করবাবুর কাছ থেকে ধার করেছি বলে, আপনি তো প্রায় ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছেন।—কিন্তু নিজে কি করেছেন মনে আছে ? মেয়ের বিয়ের সময়ে স্কুল ফাণ্ডের পাব্লিক মানি থেকে সাতশো টাকা ধার করেছিলেন ?

গঙ্গা ।। [চেয়ার থেকে উঠে পরে] এঁ্যা, আপনি কি বলতে চান, আমি—

সত্য ।। হ্যাঁ—হ্যাঁ জানি, শঙ্করবাবু ঐ টাকাটা আপনাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন —বলি দু'বছর হয়ে গেল—স্কুল ফাণ্ডের ঐ টাকা কি এখনও শোধ করেছেন ?

কেষ্ট ।। আঃ, চুপ করুন।

গঙ্গা ।। [নরম হয়ে] আপনারা যখন খবরটা জেনেই ফেলেছেন, তাহলে বলি—আমি খুব বিপদে পরেই স্কুল ফাণ্ড থেকে টাকাটা ধার করেছি! যদিও এতদিন দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু

কি বলবো সংসারের চাপে পেরে উঠিনি। বিশ্বাস করুণ ঐ টাকাটা যদি তখন ধার না পেতুম, আমার মেয়ের বিয়ে হোত না।

কেষ্ট ॥ ঠিক আছে আপনি চুপ করুন।

সত্য ॥ বিপদে না পড়লে কেউই টাকা ধার করতে যায় না এটুকু আপনার বোঝা উচিত ছিল!

কেষ্ট ॥ [উত্তেজিত হয়ে] আশ্চর্য! আপনাদের মধ্যে কি এতটুকু মানবতাবোধের বালাই নেই? পরস্পর পরস্পরের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে খেও-খেওয়ি করছেন?

গঙ্গা ॥ না, আমি কথাটা ঠিক ঐ ভাবে সত্যবাবুকে বলিনি। যদিও—

কেষ্ট ॥ আপনি দয়া করে চুপ করুন। ঐ বিষয়ের ওপর আর একটা কথাও বলবেন না।

গঙ্গা ॥ আচ্ছা, তাহলে আমি যাই [চলে যাচ্ছিল ফিরে এসে] আপনারা কিন্তু কথাটা কাউকে বলবেন না, শঙ্করবাবু আমাকে গোপনে—

কেষ্ট ॥ ভয় নেই, যান।

গঙ্গা ॥ আচ্ছা। [প্রস্থান]

কেষ্ট ॥ ছিঃ ছিঃ এমন আলোচনা আপনারা করেন, মেজাজটাই বিগড়ে গেল!

সত্য ॥ আপনি তো দেখলেন প্রথম থেকে ওঁর এটিচ্যুড-টা কিরকম? লোকটার মনোবৃত্তিটাই নীচ হয়ে গেছে। কালই আমায় বলছিল হরিপদবাবুকে হেড মাষ্টার করাটা উচিত নয়—

কেষ্ট ॥ মানুষ অভাবে পড়লে কত নীচ হয়ে যায়—সত্যি এই লোকটাকে দেখলেই মনে হয়।

সত্য ॥ শুধুই কি অভাব? স্বভাব নয়?

কেষ্ট ॥ অভাব থেকেই স্বভাবে পরিণত হয়। আপনি জানেন লোকটার

আটটা ছেলে-মেয়ে, আপনি কি মনে করেন তাদের একটাকেও ও মানুষ করতে পারবে ?

সত্য ॥ মানুষ আবার কে কাকে করে। যে যার আপনিই বড় হচ্ছে। আর উনি একটার পর একটা কোচিং ক্লাস করছেন।

কেষ্ট ॥ কিন্তু এইভাবে কি জীবনটা চলবে ?

সত্য ॥ দিব্যি চালিয়ে তো নিচ্ছেন।

কেষ্ট ॥ ওকে চালান বলে না সত্যবাবু! পশুপক্ষীরা কোনপ্রকারে জীবন-যাপন করে, আর তাতেই তারা খুসি থাকে। কিন্তু মানুষ—সে চায় আদর্শ জীবন যাপন করতে।

সত্য ॥ ঠিক বলেছেন—জানেন আমি আগে কবিতা লিখতুম। বন্ধুরা বলতো তোকে কাব্য রোগে পেয়েছে। আর বিজ্ঞ লোকেরা বলতো আমার মধ্যে আছে প্রচুর সম্ভাবনা।·· অনেক বড় বড় কাগজেই আমার কবিতা বেড়িয়েছিল। এখন মাঝে মাঝে দেখি, আর ভাবি। আর ত লিখতে পারব না!

কেষ্ট ॥ এখন কি টেক্‌ষ্টবুক লিখছেন ?

সত্য ॥ মাঝে মাঝে লিখি, মন চায় না। কবিতার মধ্যেই রয়েছে আমার জীবন, আমার আশা, আমার ভরষা।

কেষ্ট ॥ টিউশানি করেন ?

সত্য ॥ করি, ইচ্ছে যায় ন।

কেষ্ট ॥ কেন ?

সত্য ॥ একবার এক বড়লোকের বাড়ীতে পড়াতুম, চল্লিশ টাকা পেতুম। মাস দু'য়েক পড়িয়েছিলাম। একদিন সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছি বাড়ীর গিন্নী বলে উঠলো, ওরে মাষ্টার এসেছে। কথাটা কানে বড় বাজলো, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভাবলুম, আর

পাঁচজন চাকরের মতই কি আমার মর্যাদা ? নেবে চলে এলাম। পরের মাস থেকে দশ তারিখ এলে····

কেষ্ট ।। ব্যথা পেতেন তাই না ?

সত্য ।। হ্যাঁ, তা পেতুম।—আচ্ছা কেষ্টবাবু শিক্ষকেরাই তো জাতীর গঠন-কর্তা। তারাই গড়ে তোলে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, দেশের নেতা, কবি, শিল্পী সাহিত্যিক। অথচ সেই মানুষদেরই করা হয় সবচেয়ে বেশী অবহেলা—কেন বলতে পারেন ?

কেষ্ট ।। ঐ একটা প্রশ্নকে সামনে রেখেইতো আজ মাষ্টারমশাইরা এতোদূর এগিয়েছেন সত্যবাবু! ওখানে তো তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যায়নি। তারা গেছে কিছু চাওয়ার ভরষার। কিছু পাবার আশায়। তাই তো রাতের পর রাত দিনের পর দিন, সংসারের মায়া ত্যাগ করে বসে আছেন অসংখ্য মাষ্টার মশাই।

সত্য ।। সত্যি, ভাবতে গেলে কেমন লাগে।

কেষ্ট ।। কেন ?

সত্য ।। আমি কত ভীতু, মনটা আমার কত নীচ। অতো লোক ওখানে বসে আছে আমি সেখানে একবারও গেলুমনা।

[প্রবেশ করে শঙ্করবাবু]

শঙ্কর ।। কোথায় গেলেন না সত্যবাবু! লাট ভবনে ?

সত্য ।। ও আপনি ; নমস্কার।

শঙ্কর ।। যাবেন যাবেন ওখানে একটা মেলা বসেছে। তা সত্যবাবু মাইনে নেননি কেন ? ওটাও কি এবার চ্যারিটি করবেন ঠিক করেছেন ?

সত্য ।। আঁগ্যে আপনিই তো বলেছিলেন এ মাস থেকে পুরো মাইনেটা দেবেন তাই—

শঙ্কর ॥ ও তাই নেননি। আরে মশাই নেবেন—এ মাস থেকে না হয় সামনের মাস থেকে। দেখলেন তো কতোগুলো টাকা বাড়ি সারাতে খরচ হোয়ে গেলো। তাছাড়া এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাদারি মন নিয়ে চললে এই সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বাঁচেনা।

সত্য ॥ ব্যবসাদারি মন নিয়ে কি আমরা চলছি?

শঙ্কর ॥ দেখুন, কিছুটা সমাজ সেবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করা উচিৎ। [হাসতে হাসতে] আপনি কি বলেন কেষ্ট বাবু?

কেষ্ট ॥ সমাজসেবা তো দেশের কর্তারাও করেন। পেটে কিল মেরে কে আর সমাজসেবা করে বলুন?

শঙ্কর ॥ তাতো বটেই, তাতো বটেই কিন্তু—

কেষ্ট ॥ আপনি নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করেন। মেণ্টাল পরিশ্রম কেন ফিজিকাল পরিশ্রমের দিক দিয়েও বিচার করলে একজন লেবারারের চেয়ে কোন অংশে কম যায়না মাষ্টারমশাইরা। অথচ দেখুন তারাই হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণী। আমাদের দেশে একজন পিওনও যে মাইনে পায়—

শঙ্কর ॥ [হাসতে হাসতে] এটা আপনি কি বললেন। একজন পিওন আর শিক্ষিত মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে তুলনা করলেন। পয়সাটাই কি মানুষের মর্যাদা দেয়?

কেষ্ট ॥ না পয়সাটাই মর্যাদা দেয় না। তবে এই মর্য্যাদা দেওয়া নেওয়ার অধিকারী হোচ্ছেন একদল মানুষ আর তাদের সিন্দুকেই থাকে পয়সা।

শঙ্কর ॥ ওঃ! [কি বলতে যাচ্ছিল সামলে নিয়ে] না। থাক। হুঁ; সত্যবাবু আপনি এ মাসের মাইনেটা নিয়ে নেন, পরের মাস

থেকে আমি আপনাকে বন্দোবস্ত করে দোব কেমন ?

সত্য ॥ আচ্ছা। [প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ কেষ্টবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। অপকোর্স যদি কিছু মনে না করেন তবেই বলি—

কেষ্ট ॥ বলুন।

শঙ্কর ॥ দেখুন এটা একটা ইনষ্টিটিউসান। র কতকগুলো রুলস্ এণ্ড রেগুলেসানস্ আছে। আর সেগুলো মেনে চলা সবারই উচিৎ, তাই না ?

কেষ্ট ॥ এটা তো আমিও মনে করি, তারপর ?

শঙ্কর ॥ শুধু মনে করলেই তো হবেনা। সেগুলো ফলো করা দরকার।

কেষ্ট ॥ তার মানে ?

শঙ্কর ॥ [হাসতে হাসতে] এটাও কি আপনাকে খুলে বলতে হবে— ?

কেষ্ট ॥ না বললে জানব কি করে ?

শঙ্কর ॥ আমি তাহলে বলেই ফেলি কি বলেন ?

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ, চেপে রেখে নিজের আত্মাকে যন্ত্রনা দিয়ে আর লাভ কি ?

শঙ্কর ॥ দেখুন, আমার বলার ইচ্ছে ছিলনা। তবে ঘটনাটা এমন স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছে না বললেও চলে না। মাষ্টারমশাইরা বলছিলেন আপনি স্কুলে ছেলেদের রাজনীতি শেখাছেন।

কেষ্ট ॥ দেখুন, আপনি আমার সম্বন্ধে যে অভিযোগটা করলেন খুবই আপত্তিকর। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া এধরণের অভিযোগ করাটা খুবই অন্যায়।

শঙ্কর ॥ প্রমাণ আপনাকে আমি ঝুরি ঝুরি দিতে পারি। সেটা কোন কথা নয়। আমার কথা হচ্ছে আপনি এধরনের গর্হিত কাজ করবেন না। আপনার বোঝা উচিৎ, এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাজনীতি শেখাবার যায়গা নয়।

কেষ্ট ।। শঙ্করবাবু, আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে একটা মিথ্যা অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে কি করে আনছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

শঙ্কর ।। ফলস্ চার্জ! আপনি কি বলতে চান গঙ্গারামবাবুর মত ওল্ড টিচার্সরা সব মিথ্যাবাদি? তাও না হয় মেনে নিতাম। যদি না আমি নিজের চক্ষে দেখতাম আপনি সত্যবাবুকে লাটভবনে যাবার জন্যে প্রভোক করছিলেন। বলুন আমিও মিথ্যেবাদি!

কেষ্ট ।। হ্যাঁ, আপনি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

শঙ্কর ।। [চিৎকার করে] হোয়াট ডু ইউ মিন—

কেষ্ট ।। আমি বলতে চাই, আপনি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে আপনি আমার নামে কোথায় কি বলে বেড়িয়েছেন, সে খবরও আমি জেনেছি।

শঙ্কর ।। কি জেনেছেন আপনি?

কেষ্ট ।। জেনেছি, আপনি আমার নামে অন্য মাষ্টারদের কাছে যা-তা বলেছেন, সেই সঙ্গে আরো জেনেছি একজন মাষ্টারকে আর একজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া আপনার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—

শঙ্কর ।। কেষ্ট বাবু—

কেষ্ট ।। দাঁড়ান। আমাকে অন্তত আপনার ঐভাবে ভাবা উচিৎ হয়নি। আমি জানি আপনি ইতিপূর্বে এইভাবে অনেককেই তাড়িয়েছেন।

শঙ্কর ।। তার মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন আমি—

কেষ্ট ।। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলতে চাইছি। দিন কাগজ দিন।

শঙ্কর ।। [কাগজটা এগিয়ে দিয়ে] তা-তার মানে আপনি—

কেষ্ট ।। হেঁয়ালি ছেড়ে কাগজ দিন। আপনি যা চাইছেন আমি তাই করে দেব।

[কাগজ নিয়ে লিখলেন, তারপর কাগজটা হাতে ধরে]

এই নিন। এতদিন ধরে আমায় তাড়াবার জন্যে একটার পর একটা মিথ্যের জাল বুনে চলেছিলেন। এবার মনস্কামনা পূর্ণ হোয়েছে !

শঙ্কর ।। [কাগজটা হাতে নিয়ে] আপনি রেজিগনেশন দিলেন ! সামান্য একটু কথা কাটাকাটিতে—

কেষ্ট ।। থাক। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি বলছিলেন না সত্যবাবুকে রাস্তায় নাবার জন্যে আবেদন করছিলাম। সত্য বাবুদের আর বোঝাবার দরকার হয়না। এখন তাদের পেটে টান পড়েছে। আর বেশিদিন বোধ হয় সমাজ সেবার বুলি আউড়ে ভাওতার আড়ালে ওদের রাখতে পারবেন না।

শঙ্কর ।। ভাওতা, ভাওতা কিসের ?

কেষ্ট ।। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুণ উত্তর পাবেন।

শঙ্কর ।। [হাসি] আপনি কি তাহলে এই স্কুল থেকে বিদায় নিলেন ?

কেষ্ট ।। হ্যাঁ তাই ; তবে এতো সহজে আপনাদের আমি মুক্তি দোবনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক নেংরা জমেছে ! তার কিছু সাফ করা দরকার। যাবার আগে আর একটা কথা বলে যাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পবিত্রতা বজায় রাখুন। তার মধ্যে নোংরামি ঢোকাবেন না। নমস্কার। [প্রস্থান]

[শঙ্করবাবু একবার চিঠিটা খুলে দেখলেন তারপর বাইরের দিকে তাকালেন। প্রবেশ করেন সত্যবাবু]

শঙ্কর ।। এই যে সত্যবাবু। আরে মশাই কেষ্টবাবু যে রেজিগনেশান দিলেন।

সত্য ।। [অবাক হয়ে] কেন ?

শঙ্কর ।। উনি লিখেছেন ওর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয়।

সত্য ।। [চিন্তিত] হয়তো—তাই!

শঙ্কর ।। ওর মত লোকের পক্ষে এখানে কাজ করা সত্যিই সম্ভব নয়। কি বলেন ? [কিছুক্ষন নীরব থাকার পর] কি ভাবছেন ?

সত্য ।। আমায় বলছেন ?

শঙ্কর ।। হ্যাঁ, কি ভাবছেন ?

সত্য ।। ভাবছি! লোকটা সত্যিই চলে গেলো ! আচ্ছা আমি যাই।

[প্রস্থান]

[প্রবেশ করে গঙ্গারামবাবু]

গঙ্গা ।। নমস্কার, আপনি কখন এলেন ?

শঙ্কর ।। একটা খবর শুনেছেন ? কেষ্টবাবু রেজিগনেশান দিয়েছেন।

গঙ্গা ।। [আগ্রহসহকারে] তাই নাকি ? দারুণ খবর! যাক তাহলে রাজনীতির বীজ সমূলে উৎখাত করা হোল।

শঙ্কর ।। সত্যিই কি হোল ? আমি তো শুনেছি ওরা চলে যায়, কিন্তু ওদের মূল থেকে যায়।

গঙ্গা ।। জানি। সেগুলোও আস্তে আস্তে উৎখাত করা যাবে। [মুখের দিকে তাকিয়ে] আপনি হরিপদবাবুর লাট ভবনের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলেন না ?

শঙ্কর ।। না না, ওকে আমি অতোটা ইম্পর্টেন্স দিইনা ! আরে ওরা হোচ্ছে সংসারী লোক। তাছাড়া বয়স হোয়েছে। একজন ভেটারেন মাষ্টার। জীবনে উন্নতির আশা রাখে—

গঙ্গা ॥ আপনি যদি একবার স্বচক্ষে দেখে আসেন।

শঙ্কর ॥ আপনি বলছেন যখোন একবার আমি যেতে পারি। হয়তো হরিপদবাবু এক-আধবার ওখানে ঘুরতে ফিরতে যেতেও পারেন, তার মানে এই ধরে নেওয়া উচিত নয় উনি ওদের সাপোর্ট করছেন।

গঙ্গা ॥ শঙ্করবাবু, আপনি অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। সহজ ভাবেই মানুষকে বিশ্বাস করেন এটাও সত্যি। কিন্তু একটা কথা আপনার কাছে আমার নিবেদন। গরিবের এই কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। একবার যাদের মনে ঐ ধরনের রাজনীতির বীজ ঢুকেছে তাদের কখনো বিশ্বাস করবেন না। ওরা হচ্ছে সাপের জাত। ওদের কখনো দুধকলা দিয়ে পুষবেন না শঙ্কর বাবু।

[শঙ্করবাবু চলতে থাকেন গঙ্গারাম একটার পর একটা কথা বলে পিছু পিছু যায়]

ওরা কবে আপনার ঘরেই ছোবল মারবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অন্যধার দিয়ে প্রবেশ করে কথা বলতে বলতে হরিপদবাবু, কেষ্টবাবু ও সত্যবাবু]

হরি ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনি শেষে এটা কী করলেন কেষ্টবাবু?

কেষ্ট ॥ কি করব, এ ছাড়া উপায় ছিলনা। জঞ্জাল সাফ করতে এসে নিজে জঞ্জালের মধ্যে ডুবে যেতে পারলাম না।

হরি ॥ কিন্তু ঘরে জঞ্জাল রেখে দিয়ে সাফ না করে, নাক ঢেকে পালিয়ে যাওয়াটা কি খুব বীরত্বের কাজ?

সত্য ॥ কেষ্টবাবু, ওরা অনেক চক্রান্ত করে একটা ফাঁদ পেতেছিল। আর আপনি শেষে সেই ফাঁদেই পা দিলেন?

কেষ্ট ॥ কি করব সতবাবু। ওর ঐ দুর্ব্যবহার আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাই—

সত্য ॥ তাই আমাদের ফেলে নিজে মুক্তি নিলেন। আপনিই তো বলেছিলেন কেষ্টবাবু, একার মুক্তিকে মুক্তি বলেনা!

হরি ॥ রক্তটা গরম, তাই করতে পারলেন।

সত্য ॥ আমরাতো আর আপনার মত চাকরী ছেড়ে দিতে পারবনা কেষ্টবাবু। আমার বিরুদ্ধেও তো কাল ঐ চক্রান্ত হতে পারে? তখন আমরা কি করব? কোথায় যাব বলুন?

কেষ্ট ॥ সত্যি, আপনারা ঠিকই বলেছেন। উত্তেজনার বশে ঐ ভাবে রেগিনেশান দেওয়াটা আমার উচিত হয়নি। ঠিকই বলেছেন। এটা আমারই পরাজয়।

[আস্তে আস্তে কেষ্টবাবু মাথাটা নিচু করে—ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

[হরিপদবাবুর বাইরের ঘর। আসবাবপত্র আগের মতই আছে সাবিত্রী টেবিলটা পরিস্কার ক'রে—বইপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছে]

সাবিত্রী ॥ ছেলেটা আজও এলোনা ! কতো দিন হোয়ে গেলো, এখনো এলোনা ! বাবা সত্যনারায়ণ, তুমি তাকে দেখো।

[হরিপদর প্রবেশ]

হরি ॥ এই নাও, ঘড়িটা রিণীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও।

[ঘড়িটা হাতে দেয়]

সাবিত্রী ॥ টাকা কোথায় পেলে ?

হরি ॥ এঁ্যা ! হ্যাঁ, যেখান থেকে হোক যোগাড় করেছি। আর ওর শ্বশুরকে বলে দিও, এই ভাবে আমাদের ওপর যেন জুলুম না করে ; আমরা ছাপোষা মানুষ। এরপর যেটা পছন্দ আগে থেকে বলে দিলেই হয়। ঐ ভাবে ফেরত দিলেই তো আর দোকানদাররা ফেরত নেয় না। মাঝখান থেকে আমাদের দ্বিগুণ টাকা লোকসান হয়।

সাবিত্রী ॥ তুমি নিজে গিয়েই দিয়ে এসো না। আর—

হরি ॥ না না, আমি পারবোনা, ও তুমি বিমলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও [একটু ভেবে] না, বিমলকে দিয়ে পাঠাতে হবেনা, ওর কথা-বার্তা বড় খারাপ, অমলকে দিয়েই পাঠিয়ে দিও।

সাবিত্রী ॥ অমলের কোন খোঁজ পেয়েছো ?

হরি ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সাবিত্রী ॥ কোথায় ?

হরি ॥ ঐ যে রাস্তায় মাষ্টাররা ব'সে আছে—ওখানে!

সাবিত্রী ॥ তুমি সেখানে গিয়েছিলে ?

হরি ॥ দেখতে গিয়েছিলুম! লোকজন সেখানে অনেক গেছে তবে কিছু হবে না। বলে না 'আশায় মরে চাষা'—ঐখানে থাকলেই যদি দাবী আদায় হোত ত'বে আর ভাবনা ছিল কি ?

সাবিত্রী ॥ কেন—তোমার কি মনে হচ্ছে, ওখানে কোন গণ্ডগোল হবে ?

হরি ॥ না না, সে সবের কোন ভাবনা নেই। আর মাষ্টারদের গায়ে কি কখনও পুলিশ হাত দেয়। সে সবের কোন ভয় নেই। অমলটাকে দেখলুম বুঝলে, একবার এখানে যাচ্ছে একবার ওখানে যাচ্ছে। অন্যান্য ছেলেরা ওর কথা অনুযায়ী বেশ কাজ ক'রছে।

সাবিত্রী ॥ তুমি তো ওকে কোন দিনই গ্রাহ্য ক'রলে না। ও বলে বড়দির এই অপমৃত্যু, আরও কত লোকের কত দুর্গতি, এর তো শেষ হওয়া দরকার মা। ছেলেরা ওর নামে কত সুখ্যাতি করে—বলে ওই আগামী দিনের নেতা।

হরি ॥ তবে কি জান, ছেলেটা মানুষ হ'তে পারল না। মাথা ছিল, লেখাপড়া শিখলে মানুষ হতে পারত। বিমলটা হ'য়েছে একেবারে ক্যালাস্।

সাবিত্রী ॥ ওকে যা হয় একটা চাকরী যোগাড় করে দাও—নিদেন পক্ষে একটা মাষ্টারিও তো জোগাড় করে দিতে পার ?

হরি ॥ না না না মাষ্টারি করতে হবেনা। আমার ছেলেদের আর মাষ্টারি করতে দোবনা !

সাবিত্রী ॥ কিন্তু ওকে তো আর রাখা যায়না ও-যা আরম্ভ করেছে—

হরি ॥ কেন কি হয়েছে ?

সাবিত্রী ॥ রাগের মাথায় একটা কথা বলেছিলাম ; শুনলাম ও নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

হরি ॥ চাকরী তো আর গাছের ফল নয়, যে চাইলেই পাওয়া যাবে। তা আত্মহত্যাই কর, আর যাই কর। কাওয়ার্ড, চল, খেতে দেবে চল। ওসব ছেলের কথা ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটা principle এর বালাই নেই ! নন্‌সেন্‌স

[উভয়ের প্রস্থান, প্রবেশ করে বিমল ও দুখে]

বিমল ॥ যাই বলিস, বইটা কিন্তু জব্বর লেগেছে।

দুখে ॥ সে তো লাগবেই, তোর প্রাণের কথার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। তাই না ?

বিমল ॥ নিশ্চয়ই। এরকম বই হয় নাকি ? একেবারে প্রাণের কথা খুলে বলেছে।

দুখে ॥ তোর বোধ হয় আত্মহত্যার জায়গাটা খুব ভাল লেগেছে—না ?

বিমল ॥ যদিও ওর শেষ হচ্ছে খুব tragedyতে, কিন্তু ঐ হচ্ছে আমাদের পথ। হ্যাঁ, ঐ পথই আমার পথ।

দুখে ॥ আমার কিন্তু বইটা মোটেই ভাল লাগেনি। জগতে বাঁচতে এসেছি। অনেক কিছু দেখব—এইটাই তো আশা।

বিমল ॥ বাঁচতে কার না ইচ্ছে করে ? কিন্তু এরকম শেয়াল কুকুরের মত বেঁচে থাকার চাইতে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল !

দুখে ॥ তুই বড় ভীতু, বুঝলি !

বিমল ॥ ভীতু! কখনও নয়! এই তো কাল রাত্তির বেলা রেল লাইনের ধারে গিয়েছিলুম গলাটা বাড়িয়ে দিতে।

দুখে ॥ তারপর কি হোল? ট্রেন আসতেই উঠে এলি নিশ্চয়ই!

বিমল ॥ না, গলাটা লাইনের উপর দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছি—বহু দূরে ট্রেণের হুইসিল বাজার শব্দ—একটু একটু আলোও দেখা যাচ্ছে—পকেটে একটা চিঠি রেখে কাঠ হয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় গলায় চাপ পড়লো—ভাবলুম ট্রেণটা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে—

দুখে ॥ [ঢোক গিলে] মানে তুই কি এখানে স্বশরীরে নেই? আমি কি এতক্ষণ একটা ভূতের সঙ্গে—

বিমল ॥ তোর কি সন্দেহ হ'চ্ছে?

দুখে ॥ না মানে তুই বললি তো ট্রেনটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে তাই—

বিমল ॥ না-না, তারপর শোননা—একজন গলাটা চেপে ধরে তুললো—চেয়ে দেখি মোটা তাগ্ড়াই চেহারা একজন রেলের কুলি।

দুখে ॥ হঠাৎ কুলিটার তোর ওপর দয়া হোল কেন?

বিমল ॥ সে বলল,—বাবু! আপনি এভাবে মরতে এসেছেন কেন? আমি বললাম—বড় অভাব! সে জিজ্ঞেস করল—আমাদের চেয়েও! আমি ব'ললাম—হ্যাঁ, তোমাদের চেয়েও!

দুখে ॥ তারপর সে কি বলল? নিশ্চয়ই তোকে একটু জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দিল?

বিমল ॥ বলল—মরতে যদি হয় তবে বীরের মত মরুণ— এই ভাবে কাপুরুষের মত গোপনে আত্মহত্যা কোরবেন না—ট্রেণটা চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল!

দুখে ॥ তোর মরা হোল না !

[বিমল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে]

সত্যিরে বিমল, তুই বড় ভীতু !

বিমল ॥ তুইও বলছিস্ ! আচ্ছা, এভাবে ম'রতে যেতে পারে কজন ?

দুখে ॥ যে কজন তোর মত হতভাগা—।

বিমল ॥ আচ্ছা বীরের মত মরা কাকে বলেরে ?

দুখে ॥ জানি না। তবে এটুকু জানি, আত্মহত্যা মহাপাপ, আমি বাঁচতে চাই।

বিমল ॥ সে তো আমিও চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। মানুষের মত বাঁচতে পেলে কে আর মরতে চায় ! কিন্তু এই ভাবে নয়।

দুখে ॥ হ্যাঁ, ভালকথা। চিঠিটা কোথায়, দেখি কি লিখেছিলি ?

বিমল ॥ দেখবি ? কাউকে বলিস না যেন ?

দুখে ॥ না না, কাউকে বলব না।

বিমল ॥ [চিঠি পড়তে থাকে] প্রিয় বন্ধু দুখে—

দুখে ॥ [চমকে উঠে] এই মরেছে—নিজে মরে আমাকেও মারছিলি ? কেন মিছিমিছি আমাকে জেল খাটাচ্ছিলিস্ দাদা ?

বিমল ॥ না না, তোকে জেল খাটাব কেন ? শোন না আগে।

দুখে ॥ পড় দেখি কি কাব্য আছে এর মধ্যে ?

বিমল ॥ "ভাই, আমি আর এই সুজলা সুফলা বাংলার মাটিতে থাকতে পারলুম না—"

দুখে ॥ তারপর ?

বিমল ॥ "কিন্তু আরও অনেক মানুষ আছে যারা আমার দুঃখে সমদুঃখী। আমি শেষ হ'য়ে তোমাদের কোন পথ দেখাতে পারলুম না।

তোমরা মাটী খোঁড়—হয়তো নূতন পথ বেরুবে,—সেইটেই হয়তো হবে বাঁচার পথ—

দুখে ।। কাব্য বেশ জমে উঠেছে, তারপর ?

বিমল ।। তুই সবটাতেই ফাজলামো করবি ? তুই আমার বন্ধু তাই তোকে সব কথা বলি।

দুখে ।। তুইও তাহলে বিশ্বাস করিস যে এটা তোর ঠিক পথ নয় ?

বিমল ।। বিশ্বাস ? না, মনে-প্রাণে করি না—

দুখে ।। তবে ঐ সব ভাল ভাল কথা লিখেছিলি কেন ?

বিমল ।। ওটা আমার অজান্তেই লেখার সময় বেড়িয়ে গেছে।

দুখে ।। তবু ভাল ! মরবার আগে দুটো ভাল কথা লিখে যাচ্ছিলি, লোকে নাম ক'রতো !

বিমল ।। এতো-দুঃখ জীবনে নিয়ে কি হবে বেঁচে থেকে ব'লতে পারিস ? আমাদের জীবনে বেঁচে থেকে কি লাভ ? সাধে কি আর আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলুম। চিত্রাকে ভালবাসতাম, সে তো তুই জানিস, বিয়ের সব ঠিক ঠাক। তাকে ভরষাও দিয়েছিলাম। একটা চাকরী পেলেই বিয়ে ক'রবো। কিন্তু কি বলবো দুঃখের কথা, বুক ফেটে যায়—আজ চার বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা চাকরী পেলাম না। এদেশে বেঁচে থেকে কি লাভ ব'লতে পারিস····?মানুষ যেখানে মানুষের মর্যাদা পায় না—[উত্তেজিত হয়ে] এক এক বার ইচ্ছে করে দেশটাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিই—

[মা মা, চিৎকার করে অমলের প্রবেশ, অন্যদিক দিয়ে সাবিত্রী ঢোকেন]

সাবিত্রী ।। অমল, তুই কোথায় ছিলি !

অমল ।। রাস্তায়, মাষ্টারমশাইরা যেখানে বসে আছেন, সেখানে ছিলুম। শুনেছ মা, কাল গভীর রাত্রে মাষ্টারমশাইদের সব পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে।

[কথা বলতে বলতে হরিপদর প্রবেশ—অন্যধার দিয়ে গদাধরের প্রবেশ]

হরি ।। কে—কি হয়েছে—কি হয়েছেরে অমল !

অমল ।। কাল গভীর রাত্রে পুলিশ চতুর্দিক কর্ডন ক'রে মাষ্টারমশাইদের তুলে নিয়ে গেছে !

হরি ।। এঁ্যা—পুলিশ মাষ্টারদের ধরে নিয়ে গেল—এটা খুব অন্যায় হয়েছে ! ওরা না হয় বসেই ছিল—তারজন্য পুলিশে ধরে নিয়ে যাবার কি আছে !

অমল ।। কেষ্টবাবু, আশীবছরের বুড়ো শোভেনবাবু, সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে !

হরি ।। এঁ্যা, শোভেনবাবুকেও নিয়ে গেল ! লোকটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে কত ঝড় ঝাপটা গেছে—শেষ বয়সে আবার জেলেও যেতে হোল !

অমল ।। কি ব'লব। অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি চোরের মত এসে ধরেছে—তাই পার পেয়ে গেছে—ধরতো দিনের বেলায়, তবে বুঝতুম।

সাবিত্রী ।। তোমার আর বুঝে কাজ নেই ! এসো তো, খাবে এসো।

অমল ।। না মা, আমার এখন সময় নেই ! এক্ষুনি মিছিলে যেতে হবে। বিরাট মিছিল বেরুচ্ছে—তাতে কারখানার মজুর, কেরাণী, ছাত্র সবাই আছে, আমাকেও এক্ষুনি যেতে হবে।

হরি ।। [গম্ভীর হয়ে] না অমল, তুমি যেওনা।

অমল ।। আমাকে যেতেই হবে যে বাবা !

হরি ।। বাপ মায়ের কোন কথাই কি শুনবে না ?

অমল ।। না বাবা, আজ আমাকে নিষেধ করবেন না—আমি যাবই।

[জানলা দিয়ে দূরে দেখা যায় মিছিলের ছায়া আর সেই সঙ্গে ভেসে আসে একটা কবিতা বহুকণ্ঠে একই সুরে]

হরি ।। তবে উচ্ছন্নে যাও—এতটুকু দায়িত্ববোধ যদি থাকতো !

[রেগে বেরিয়ে যায়]

মিছিলে মিলেছি কেননা বুকের
কল্‌জের সাথে হাড় পাঁজরেরা
মিছিলে গিয়েছে কবে একদিন
জীবনের সন্ধানে,
কেননা আমরা শান্তির নীড়
হাসি আর গান ভালবাসা দিয়ে
গড়তে চেয়েছি কর্মমুখর জীবনের মাঝখানে,
মিছিলে মিলেছি কেননা আমরা
স্তন্যবিহীন মায়েদের কোলে
বোবা শিশুদের আর্তনাদের
বাগময় ভাষা শুনেছি।

[অমল উৎসাহিত ভাবে একবার করে কবিতাগুলো আওরায় —জানলা দিয়ে মিছিল দেখছিল—সবাই সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মুকুলের প্রবেশ]

মুকুল ।। কৈ অমলদা চল। জান জ্যাঠাইমা, কতলোক যাচ্ছে, মেয়েরাও—

সাবিত্রী ।। এবার আমাকেও যেতে হবে নাকি ?

মুকুল ।। সত্যি জ্যাঠাইমা, তুমি গেলে যা হবেনা ? বেশ ভালই জমবে। কি বলো অমলদা ?

অমল ॥ চলো না মা, বাবার হ'য়ে তুমিই না হয় গেলে !

মুকুল ॥ একটা থুরথুরে বুড়ো, সেও মিছিলে মিলে গেছে। তুমি গেলে আর ক্ষতি কি ?

সাবিত্রী ॥ পাগল ছেলে ! দুর বোকা আমি কোথায় যাব ?

[দূর থেকে ভেসে আসে]

প্রত্যেক মুখে জবাব লিখেছি
ঘোষণার অক্ষরে
এদেশ আমার আমাদের মাটি
এদেশে যেখানে যত কিছু খাঁটি
আমাদের কল কারখানা আর
আমাদেরই নদী খনি ও পাহাড়
আমাদের ভরা সোণার খামার
আমাদের ভাই আমাদের বোন
আমরাই যারা খাটি

[অমল ও মুকুল উৎসাহিতভাবে কবিতাটা সুরে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করে]

অমল ॥ আমি যাই মা, দেখছো না—কত মানুষ চলেছে—আমি যাই। চল দুখেদা, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? দেরী হয়ে গেল যে।

[দ্রুত প্রস্থান]

দুখে ॥ এঁ্যা—হ্যাঁ, তাই চল—যাইরে বিমল [একবার বিমলকে ইসারা করে দ্রুত প্রস্থান]

মুকুল ॥ জ্যাঠাইমা, আমিও যাচ্ছি।

সাবিত্রী ॥ এঁ্যা, যাচ্ছ ? [সাবিত্রী পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

মুকুল ॥ হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, এতোবড় মিছিল আমি কখনো দেখিনি। প্রত্যেকটা মানুষের এতো ঘোষ। সত্যি জ্যাঠাইমা—

সাবিত্রী ॥ যদি কোন গণ্ডগোল হয়?

মুকুল ॥ গণ্ডগোল! কিসের? না না, আমি যাই দেরী হোয়ে গেলো, পরে আসবো, কেমন? [প্রস্থান]

বিমল ॥ মা, আমি একটা চাকরীর জন্য একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

সাবিত্রী ॥ কোথায়?

বিমল ॥ ধর্মতলায়।

সাবিত্রী ॥ এই গোলমালে সেখানে না গেলে হয় না?

বিমল ॥ না মা, আজই আমায় দেখা ক'রতে হবে। [প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ [গদাধরকে] আপনার টাকাটা চাইতে এসেছেন বুঝি!

গদাধর ॥ না না, টাকা চাইতে আহি'নাই—ছাওয়ালগুলান একটা গণ্ডগোলের মধ্যে চইল্যা গ্যালো—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি যে অইব?—যাই দেহি! যত ঝামেলা কি আইস্যা পরে আমারই ঘাড়ে। [প্রস্থান]

সাবিত্রী ॥ আমার কথা কেউ শোনে না। [ভেঙ্গে পরে]

[কবিতাটা আবার শোনা যায়]

তাই—গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে
তৈরী হও।
কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধার
তৈরী হও।
কার বাছার জোটেনি দুধ শুকনো মুখ
তৈরী হও।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই—তৈরী হও
জোট বাঁধ
মাঠে কৃষাণ কলে মজুর
নওজোয়ান জোট বাঁধ
এই মিছিল—সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল।
এই মিছিল ক্ষুদিরামের রক্তবীজ এই মিছিল—
প্রতিভা আর যশোদা মার চোখের জল
এই মিছিল
শিশুহারা মাতাপিতার অভিশাপের
এই মিছিল
এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল,
হও সামিল
হও সামিল
হও সামিল

[ক্রমশঃ আওয়াজটা জোরে হতে থাকে। সাথে যন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার সর্বোচ্চ পর্দায় উঠে আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে কেবল রাস্তায় গ্যাস লাইটের জোর আলো এসে পড়েছে, হরিপদ চিন্তিত ভাবে প্রবেশ করে]

হরি ॥ মাষ্টারগুলোকে পুলিশে তুলে নিয়ে গেলো! ওখানে যে অনেক মেয়ে টিচার ছিল! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! না, খুব অন্যায় হয়েছে। অমল কি চলে গেছে?

সাবিত্রী ॥ হুঁ।

হরি ॥ বিমল কোথায়?

সাবিত্রী ॥ সে ধর্মতলায় কোথায় চাকরীর খোঁজে গেছে।

হরি ॥ চাকরীর জন্য আজ আর না বেরুলে হোত না!

সাবিত্রী ॥ আমি বারণ করেছিলাম, বললো, আজ না গেলে চলবে না।

হরি ॥ ছেলেগুলো একটাও মানুষ হোল না……[একটু থেমে] মুকুল এসেছিল না?

সাবিত্রী ॥ হুঁ।

হরি ॥ সে কোথায় গেল?

সাবিত্রী ॥ অমলের সঙ্গে—

হরি ॥ ওঃ, মুকুলটাও শেষে ঐ দলে গেল? দেখ, আমার ছাত্রদের মধ্যে ঐ ছেলেটার একটা সম্ভাবনা ছিল। অল্প বয়স থেকেই ছেলেটার বেশ জানার চেষ্টা; শেষকালে মুকুলটাও ঐ পথে গেল! চুলোয় যাক্, উচ্ছন্নে যাক্, কিচ্ছু হবেনা—কিচ্ছু হবেনা—

রথীন ॥ [নেপথ্যে] অমল—অমল?

হরি ॥ কে—ভেতরে আসুন।

[রথীনবাবুর প্রবেশ]

রথীন ॥ মুকুল এসেছিল? এখনও বাড়ী ফিরলনা।

হরি ॥ হ্যাঁ, এসেছিল।

রথীন ॥ কোথায় গেল?

হরি ॥ যাবে আর কোথায়? ঐ মিছিলে!

রথীন ॥ মিছিলে মুকুলও গেছে তাহলে! তাই ভাবছিলুম কোথায় গেলো!

[দরজায় করাঘাতের শব্দ, "চিঠি আছে চিঠি"]

হরি ॥ কে? ও হ্যাঁ, [ছুটে গিয়ে চিঠিটা নেয়] এই তো এসে গেছে—আসবেনা মানে—নিশ্চয়ই আসবে! এইতো স্কুল কমিটির সম্পাদকের

কাছ থেকে এসেছে! [খামটা ছিড়ে] দেখেছো সাবিত্রী, আমি তোমাকে বলেছিলুম না, আমাকে ছাড়া আর কাউকে হেডমাষ্টার করবেনা। দেখ, আমাদের স্কুল কমিটি কত রিজনেব্‌ল।

সাবিত্রী ॥ তোমাকে হেডমাষ্টার করলো! যাক ভগবান তাহলে মুখ তুলে চেয়েছেন।

হরি ॥ তারই তো চিঠি, করবেনা মানে? ৩৫ বছর মাষ্টারি করছি, আমার চেয়ে উপযুক্ত লোক পাবে কোথায়? [চিঠিটা পড়ে ক্রমশঃ মুখটা শুকিয়ে যায়, গলা বন্ধ হয়ে আসে] মিষ্টার চৌধুরী We hope—[থেমে গিয়ে চোখ বুলোয়]

সাবিত্রী ॥ কি হোল? চিঠিতে কি লিখেছে?

হরি ॥ এ্যাঁ? লিখেছে—আমরা স্কুলে গঙ্গারামবাবুকে হেডমাষ্টারের পোষ্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম। আপনি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন—কাজ বুঝিয়ে দেবেন। কমিটি মনে করেছে গঙ্গারামবাবুই এ পদে যোগ্য ব্যক্তি।

সাবিত্রী ॥ [সমবেদনার সঙ্গে] তোমায় দিল না?

হরি ॥ না, [ঘাড় নাড়লো] ভেবেছিলুম এই স্কুলে ৩০ বছর এত ভাল ভাবে কাজ করেছি, উন্নতি আমার নিশ্চয়ই হবে! কিন্তু কি দেখলুম জান? শুধু অনেষ্টির দ্বারা কাজ করলেই কিছু পাওয়া যায় না। তার ওপরেও আরো কিছু আছে, তোয়াজ তোষামদ যেটা আমি সারা জীবনেও শিখতে পারিনি। [হঠাৎ রাস্তার লাইট নিভে যায়—গাড়ীর সার্চ লাইটের আলো এসে পড়ে—চাপা কোলাহলের শব্দ! বিমল হাপাতে হাপাতে দ্রুত প্রবেশ করে]

আমি—আমি মরীচিকার পেছনে ছুটছিলাম! [টেবিলের ওপর দুটো হাতে ভর দিয়ে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে]

বিমল ॥ মা—কাকাবাবু? আপনিও এখানে?

রথীন ॥ কেন কি হয়েছে?

বিমল ॥ না, কিছু হয়নি, [স্বগত] তাহলে গুজব নাকি?

[দ্রুত অমলের প্রবেশ]

অমল ॥ মা, আপনি কাকাবাবু! [চেপে যাবার চেষ্টা করে]

সাবিত্রী ॥ কেন কি হয়েছে? তোরা এত দৌড়াচ্ছিস কেন?

রথীন ॥ মুকুল এলোনা?

অমল ॥ তাকে—তাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে—

[হরিপদ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

সাবিত্রী ॥ এঁ্যা—কি বললি?

রথীন ॥ কি হোল? মুকুলকে গুলি করে মেরে ফেলেছে—সে আর আসবেনা?

[হরিপদবাবু চোখ দু'টো একই জায়গায় স্থির রেখে মাথাটা আস্তে আস্তে তোলার চেষ্টা করে। মাথাটা যেন তার কিরকম হয়ে গেছে, কথা বলার শক্তি নেই। আস্তে আস্তে একটা একটা করে কথা বলে।]

হরি ॥ এঁ্যা? কি বললে? তার যে এখনো আমার কাছ থেকে সব জানা হয়নি! কত—কি জানতে চেয়েছিল—আমার যে তাকে কিছুই বলা হয়নি। একি হোল! এরকম তো ভাবিনি!

রথীন ॥ আমার যে আর কেউ নেই; আমি একা মাষ্টারমশাই।

[কান্নায় মুষরে পড়ে]

হরি ॥ [অন্য কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে বলে যায়] কত কি জিজ্ঞেস

করেছিল ; কত বড় বড় প্রশ্ন। মানুষ মরে গেলে কি আবার জন্মায় ? না-না, আর জন্মায় না—যে যায়, সে আর ফিরে আসেনা। কিন্তু আমি ! কি স্বার্থপর—হায় হায় হায়, ছেলেটাকে তো মানুষ করা গেল না ! অমন একটা ফুলের কুঁড়ি ফোটবার আগেই শেষ হয়ে গেল—

[আপন মনে বকতে বকতে চলে যাচ্ছিল ; শিশু কণ্ঠে ভেসে আসে—'মাষ্টারমশাই, আপনার কবিতাটা শেষ করলেন না]" ভারীগলায় ভেসে আসে—হরিপদবাবু, আপনি যে কবিতাটা ভালবাসেন তার শেষের লাইনগুলোর কথা একবার "ভাবুন" হরিপদ থমকে দাঁড়িয়ে যায়]

ওঃ ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, কবিতাটা এখনও শেষ হয়নি—আজ শেষ করবার সময় এসেছে—আজ শেষ করব, এঁ্যা ! কি যেন ? হ্যাঁ-হ্যাঁ—
[আবৃত্তি স্থরু ক'রে ষ্টেজের মাঝখানে চলে যায়—সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, হরিপদ আপন মনে আবৃত্তি করে]

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু ; সম্বরী
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥
ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।

নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি মাখা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা ॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
ঊষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা ॥

[শেষের দিকে 'ওরে ভয় নাই' থেকে বহুকণ্ঠে বিভিন্ন পর্দায় গলা মেলায়—যন্ত্র সঙ্গীতের বলিষ্ঠ ঝঙ্কার উচ্চ থেকে উচ্চতর, উচ্চতর থেকে উচ্চতমে ওঠে। আলোটা ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে যায়, শুধু একটা স্পট লাইট হরিপদবাবুর মুখে এসে পড়ে]

—যবনিকা—

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "দুঃসময়"।

পত্র-পত্রিকার অভিমত

....শিক্ষাব্রতীদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ট্রাজেডি লইয়া বিরচিত নাটক। ঘটনাগুলির মধ্যেও সংবেদনশীল মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। —**যুগান্তর**

....একজন শিক্ষকের পারিবারিক অবস্থা ও নিজের উচ্চাকাঙ্খাকে জটিল সমস্যার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুনীলবাবু খুব সহজ ভাবে নাটককে একটা নতুন পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যামোদী মহলে এ নাটক যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

—**দৈনিক বসুমতী**

...গত শিক্ষক ধর্ম্মঘটকে ভিত্তি করে একটী দ্বিধাজড়িত শিক্ষকের মানসিক রূপান্তর নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে হরিপদ মাষ্টার সজীব হয়ে উঠেছে। পার্শ্বচরিত্রগুলিও বেশ সরস সংলাপ স্বাভাবিক।

৬।৩।৫৫ — **স্বাধীনতা**

যাঁরা বলেন বাংলাদেশের জীবনে নাটকের মালমশলা নেই, সুনীলবাবু তাদের ভ্রান্তিনিরসনে অনেকখানি সাহায্য করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। হরিপদ মাষ্টারের পরিবর্তনই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং তা দেখাতে গিয়ে তিনি হরিপদ বাবুর পারিবারিক চিত্র, বর্তমান ছাত্র ও ইস্কুলের যে চেহারা এঁকেছেন তা অনেকাংশেই বাস্তবের অনুরূপ।

বিষয় বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য সততার পরিচয় দিয়েছেন। হরিপদ মাষ্টারের জীবন কাহিনী আজকের দিনের শিক্ষক সমাজেরই প্রতীক স্বরূপ। তাছাড়া অন্যান্য চারত্র-সৃষ্টিতেও তিনি অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছেন।

—**নতুন সাহিত্য**
নববর্ষ সংখ্যা ১৩৬২

অংকুর সম্পর্কে আনন্দবাজার বলেন

প্রত্যেক শিশুই একটি জীবন্ত সত্তা, একটি বিশিষ্ট প্রাণের প্রতীক। তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন। দুরন্তপনা তার উচ্ছল প্রাণশক্তিরই প্রকাশ। সনাতন পদ্ধতিতে শাসনের চাবুক কশে দুরন্তপনা হয়তো সায়েস্তা করা যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, তার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় বিষময়।—"অংকুর"এ এই তত্ত্বেরই অবতারণা করে বিশিষ্ট মনঃশক্তির পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র "শিক্ষা ও সাহিত্য" বলেন—

বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় ছাত্রসমাজের ব্যথা-ব্যর্থতার বিচার না করায় তাঁদের রায় প্রায়ই এক তরফা হয়ে দাঁড়ায়। এবং তাঁদের মন্তব্যের প্রকাশ অনেক সময়েই হৃদয়হীন ও রূঢ় হয়। ফলে, ব্যাধির মূল তা' স্পর্শ করতে পারে না। অংকুরের নাট্যকার এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত। ছাত্র সমাজের নানা দুর্বলতার কাহিনী তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে হাজির করেছেন।··· লেখক রসোত্তীর্ণ ভাবে সমাজের একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

জতুগৃহ সম্পর্কে দেশ পত্রিকা বলেছেন

সামান্য কারণে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটি সুসজ্জিত সংসার নিমেষে জতুগৃহের মতই ধ্বংস হয়ে যায়—এমন ঘটনা পথ চলতে গিয়ে প্রায়ই না হলেও মাঝে মাঝেই আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনা রসসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত মনে না হলেও তার ভেতরে খোঁজ নিলে এক বিচিত্র জীবনের পরিচয় মেলে। তার নাটকীয়তা আমাদের বিস্মিত করে। এমনই একটি কাহিনীকে ভিত্তি করেই আলোচ্য নাটকখানি গড়ে উঠেছে। একটি মধ্যবিত্ত দম্পতির মনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বল্প আয়াসে নাট্যকার নাটকটিকে তার পরিণতিতে নিয়ে গেছেন। অভয় ও শিখার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকটি সজীব হয়ে উঠেছে। পার্শ্ব-চরিত্র স্বল্প হলেও সেই কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টিতেও নাট্যকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকটি নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে সক্ষম হবে।